NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সিঁদুর খেলা দমদমে

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দয়ের বিধাননগর পুলিশের ৩

কলকাতা ১৭ মে ২০২৫ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.05.2025, Vol.18, Issue No. 334, 8 Pages, Price 3.00

শুধু ট্রেলার দেখেছে পাকিস্তান: রাজনাথ

ঋণ দেওয়া নিয়ে আইএমএফকে ভাবার পরামর্শ

আমদাবাদ, ১৬ মে: পাকিস্তানকে প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারকে (আইএমএফ) পুনর্বিবেচনা করার কথা বললেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান গুজরাতের ভুজ বিমানঘাঁটিতে। সেখানে বিমানবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তার পরেই পাকিস্তান, সন্ত্রাসবাদ, 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মুখ খোলেন রাজনাথ।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য বিমানবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি, যা ঘটেছে তা কেবল ট্রেলার ছিল।' তার পরেই পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে মুখ খোলেন রাজনাথ। তাঁর দাবি, 'পাক সরকার মুরিদ এবং বহাওয়ালপুরের দুই জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আইএমএফ থেকে পাওয়া অর্থের একটা বড় অংশ অবশ্যই ওই ঘাঁটি পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে।'

অন্যদিকে, জম্মু-কাশ্মীরে গত দু'দিন ধরে চলা জঙ্গিদমন অভিযান নিয়ে মুখ খুলল ভারতীয় সেনাবাহিনী। যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, গত দু'দিনে মোট ছ'জন জঙ্গিকে মারা হয়েছে। তাদের পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজনাথের অভিযোগ, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে আর্থিক সহয়তা করছে। সেই কারণে আইএমএফ-কে ঋণ দেওয়ার বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, রাজনাথের আরও দাবি, ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তির কাছে মাথা নত করেছে পাকিস্তান। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ব্রহ্মাসের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে একটা কথা রয়েছে, -দিনে তারা দেখা। ভারতে তৈরি ব্রহ্মস পাকিস্তানকে দেখিয়েছে রাতের অন্ধকারে কেমন আলো।' অনেকের মতে, গত ৭ মে রাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে যে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান চালানো হয়, সেখানে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কথা স্বীকার করলেন রাজনাথ।

সেনাদের উৎসাহিত করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের সাহসিকতায় দেশ গর্বিত। অপারেশন সিঁদুর ভারতীয় সেনার শৌর্যের নজির।' রাজনাথের স্পষ্ট বার্তা- পাকিস্তানের প্রতিটি পদক্ষেপ ভারত নজরে রাখছে। সময় এলেই দেখানো হবে দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুপ্রিম-রায়ে বড় ধাক্কা রাজ্যের

চার সপ্তাহে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ

সরকারি কর্মচারীদের বিশাল জয় দেখছেন শুভেন্দু

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আপাতত ২৫ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা দিয়ে দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে সকল কর্মচারীকে এই পরিমাণ ডিএ দিতে বলা হয়েছে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এ কথা জানিয়েছে। আগামী অগস্ট মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে জানিয়েছিল, বকেয়া ডিএ-র ৫০ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে রাজ্যকে। বিচারপতি করোলের মন্তব্য, 'এই মামলায় ট্রাইব্যুনাল কোর্ট, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ; সব জায়গার রায় আমরা খতিয়ে দেখেছি। সব ক্ষেত্রেই ডিএ-র পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু রাজ্যের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি জানান, ৫০ শতাংশ বকেয়া ডিএ দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। তা হলে রাজ্য চালানো যাবে না। তখন আদালত জানায়, অন্তত ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ চার সপ্তাহের মধ্যে দিতেই হবে রাজ্য সরকারকে। বাকি বকেয়া ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত শুনানি হবে অগস্টে।

মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, '৫০ শতাংশ ডিএ দিতে বলেছিল আদালত। রাজ্যের আইনজীবী জানান, এই পরিমাণ ডিএ দিতে হলে রাজ্য সরকারের কোমর ভেঙে যাবে। অনেক দিন আগেই অবশ্য এই সরকারের কোমর ভেঙে গিয়েছে। যা-ই হোক, বিচারপতি জানান, অন্তত ২৫ শতাংশ ডিএ দিতে হবে। কর্মচারীরা এত দিন ঘুরছিলেন। আশার কথা, এই রায়ের পর সামান্য কিছু হলেও তাঁরা তাঁদের অধিকারের স্বীকৃতি পেলেন।'

এই নির্দেশের পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'হাতে এখনও অর্ডার পাইনি। পাওয়ার পর যা বলার বলব।' তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'এই নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি বিশাল জয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ডিএ কারও অধিকার নয়। সুপ্রিম নির্দেশে সিলমোহর পড়ল যে, ডিএ কর্মচারীদের অধিকার। আশা করব, সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘ দিন বঞ্চিত রাখার নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তিনি পদত্যাগ করবেন।'

সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের নির্দেশে খুশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'কর্মচারীদের যে মহার্ঘভাতা প্রাপ্য, সেটা রাজ্য সরকার এত দিন অস্বীকার করছিল। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এটা স্বীকৃতি পেল যে, এটা আমাদের প্রাপ্য। বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আশা করি শেষ হলে পুরো বকেয়া ডিএ পাব।' আর এক আন্দোলনকারী বলেন, 'আমাদের দাবি যে ঠিক ছিল, এত দিনে তার মান্যতা পেলাম। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, হাইকোর্ট বা অন্য কোনও পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল নেই। আমরা যারা দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তায়, তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলাম।'

২০২২ সালের ২৮ নভেম্বর রাজ্যের ডিএ মামলা প্রথম বার সুপ্রিম কোর্টে উঠেছিল। ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বরের পর থেকে বার বার এই সংক্রান্ত শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। ১৮ বার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে শুক্রবার মামলাটি ওঠে শীর্ষ আদালতে। আদালত জানায়, হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল নেই। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে পরিমাণ বকেয়া মহার্ঘভাতা রয়েছে, তার মধ্যে আপাতত ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী শুনানিতে বাকিটা দেখা যাবে।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরে সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব এবং পরাক্রমকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে শহরে তেরঙ্গা মিছিলে শুক্রবার অংশগ্রহণ করেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল, অর্জুন সিং, শমীক ভট্টাচার্য, লকেট চ্যাটার্জি ও জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোরা।

অপারেশন সিঁদুরের সম্মানে রাজপথে তিরঙ্গা হাতে বিজেপির গর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের গায়ে নয়, এ যেন পাকিস্তানের বুক চিরে গর্জে ওঠা ভারতীয় বাহিনীর বজ্রনিনাদ! 'অপারেশন সিঁদুর'-এ সেনার সাহসিকতায় ধ্বংস হয়েছে জঙ্গি ঘাঁটি, আর সেই গর্বেই শুক্রবার সকালে বিজেপি কলকাতার রাজপথ দখল করল তিরঙ্গা হাতে। কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার, জ্বলল জাতীয়তাবাদের শিখা। নেতৃত্বে শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার।

মিছিলে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর গলা ছিল আরও ধারালো। বললেন, 'এরা মার্ক্স-লেনিন-মাও-এর সন্তান। এরা পাকিস্তান প্রেমী। স্বামী বিবেকানন্দের নাম নিতে কষ্ট হয়! চিনের বাপ-ঠাকুরদাদের আজও শ্রদ্ধা করে। এরা বামপন্থী না, জাতভেদকারী জাতীয়তাবিরোধী!' সেনার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে জঙ্গিদের যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তা গোটা দুনিয়াকে ভারতের শক্তি চিনিয়ে দিয়েছে। আমাদের সেনা, আমাদের গর্ব!'

তবে শুধু বিদেশি শত্রু নয়, দেশি শত্রুর বিরুদ্ধেও তির ছুড়েছেন শুভেন্দু। এসএসসি আন্দোলন ঘিরে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, 'তিন বছর কোটি কোটি টাকা নষ্ট করে মামলা টেনেছে সরকার। সেই টাকা দিয়ে স্কুল, হাসপাতাল তৈরি হতে পারত। দুর্নীতি ঢাকতেই এরা জনতার টাকা লুটেছে। এটা অর্থনৈতিক অপরাধ!'

চাকরি প্রার্থীদের অবস্থানেও হাজির হন শুভেন্দু, কৌস্তভ বাগচী, সজল ঘোষ। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ এখন শিক্ষকদের শত্রু।

বিকাশ ভবনের ধর্নামঞ্চ থেকে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনের সামনে সসসি চাকরিপ্রার্থীদের অনশন চলার মাঝে শুক্রবার সন্ধ্যায় আন্দোলনকারীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধর্নামঞ্চে উঠে তিনি বলেন, আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁর দল নিঃশর্ত সমর্থন দিচ্ছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।শুভেন্দু স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছি। আন্দোলনকারীরা সাত-আট জনের গঠিত এক কমিটিতে কাজ করছে। ওরা যা যা চায়-লজিস্টিক সাহায্য, শারীরিক উপস্থিতি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহযোগিতা, আইনি সহায়তা; সবকিছুতেই আমরা প্রস্তুত। যদি কোনও মিথ্যা মামলা হয়, তাহলে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করব না, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব। পরিস্থিতি তেমন হলে আমরা মানববন্ধন করে দাঁড়াব। আগে আমাদের মেরে তবে আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে।'তাঁর আরও মন্তব্য, 'ব্রাত্যবাবুর সঙ্গে বসে কফি, চা খেয়ে আর আন্দোলন-দুটো একসঙ্গে হয় না। আমরা অভয়ার আন্দোলন দেখেছি। সেই সময় বলা হয়েছিল, এটা

অরাজনৈতিক আন্দোলন, তাই বিরোধী দল ঢুকতে পারবে না। তার পরিণতি কী হয়েছে, সবাই দেখেছে। অভয়ার মা-বাবাও আমাকে সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন।'রপর বৃহস্পতিবার রাতের পুলিশি হস্তক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যা হয়েছে তা অমানবিক, বর্বরতা। যতটা আমাদের সাধ্য, আমরা দায়িত্ব নিয়ে করব। আর যেখানে ওদের প্রয়োজন, সেখানে শারীরিক, মানসিক ভাবে সবরকম সহযোগিতা করব। আমি ওদের পাশে দু-কটা রাত এখানে কাটাব। আমি এখানেই সভা করব, সরকারের বিরুদ্ধে বলব। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের নিঃশর্ত সমর্থন রয়েছে।'তিনি আরও বলেন, 'এই আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো যা-ই বলুক, আমরা প্রতিদিন এখানে থাকব। সুকান্তবাবুও সময় পেলে আসবেন। আমি এমএলএদের সঙ্গে নিয়ে আসব। আমি নিজে রাতে এখানে থেকে যাব। আমরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আছি। আমি সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।'শুভেন্দুর অভিযোগ, 'গতকালকের পুলিশি আক্রমণে ২০ জনের বেশি ছাত্র আহত হয়েছেন। ওরা সকলেই মেধাবী। কারও পা ভেঙেছে, কারও স্পাইনাল কর্ডে আঘাত, কারও পিঠে মারাত্মক চোট। নিন্দার ভাষাতেও এমন কিছু বলা যায় না।' তিনি বলেন, 'অনেকেই গ্রাম থেকে এসেছে। রাজ্য সরকার ওদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ইস্যুতে মামলা করেছে। এটা হাস্যকর, অমানবিক। আমরা ৯ জুনের জন্য সভার পরিকল্পনা করেছি। যদি এর মধ্যে কোনও সমাধান না হয়, তবে সেই সভাই হয়ে উঠবে বৃহত্তর সংগ্রামের সূচনা। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যেদিন বিধানসভার অধিবেশন বসবে, সেদিন আমি আমাদের সব বিধায়ককে নিয়ে প্রতিবাদে দাঁড়াব। বিধানসভা অচল করে দেব। আমি আগেও বহুবার সাসপেন্ড হয়েছি। এই আন্দোলনের মানুষের জন্য আবারও সাসপেন্ড হতে আমি প্রস্তুত।'সবশেষে তাঁর তীব্র হুঁশিয়ারি, 'সিবিআই বড় কাজ করে দিয়ে গিয়েছে। ওরা ওএমআর শিট থেকে যোগ্য-অযোগ্যকে আলাদা করেছে। সরকার সাত হাজার অবৈধ নিয়োগ করেছে। আর যেখানে অবৈধ নিয়োগ থাকে, সেখানে জেলও নিশ্চিত। তাই মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে বাঁচাতেই যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করতে দিচ্ছেন না।'শুভেন্দুর দাবি, 'এই আন্দোলন আর শুধু চাকরি পাওয়া বা না-পাওয়ার লড়াই নয়, এটা এখন বাংলার যুবসমাজের মর্যাদা, যোগ্যতার স্বীকৃতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার লড়াই।'

'৭ ঘণ্টা ধৈর্য দেখানো হয়েছে', লাঠিচার্জেরও ব্যাখ্যা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন :বিকাশ ভবনের সামনে বৃহস্পতিবার রাতে চাকরিহারাদের উপর লাঠিচার্জের কথা স্বীকার করল পুলিশ। তবে কেন লাঠিচার্জ করা হয়েছে, তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) করেন সুপ্রতিম সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। সেখানেই বৃহস্পতিবারের ঘটনা নিয়ে পুলিশের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়। বলা হয়েছে, পুলিশের তরফে যথেষ্ট ধৈর্য দেখানো হয়েছে।

সুপ্রতিম বলেন, 'পুলিশ প্রথম থেকেই সংযত ছিল। সাত ঘণ্টা পুলিশ আন্দোলনকারীদের কিছু বলেনি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট হলে পুলিশকে পদক্ষেপ করতেই হয়। তবে পুলিশ অনেক ধৈর্য ধরেছিল।'

কেন লাঠিচার্জ করল পুলিশ, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুপ্রতিম। তাঁর কথায়, '১০ দিন ধরে চাকরিহারা আন্দোলনকারীরা পালা করে বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন। পুলিশ-প্রশাসন সহযোগিতা করেছে। তবে গতকাল পরিস্থিতি পাল্টে যায়। চাকরিহারাদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে বিকাশ ভবন চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করেন। জোরপূর্বক ভিতরে ঢোকার চেষ্টা হয়। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও করা হয়। তবে তখনও পুলিশ সংযত ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পরও বিকাশ ভবনের কর্মীদের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। তাঁদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি এক জন অন্তঃসত্ত্বাও ছিলেন। বার বার তাঁরা বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। পুলিশ আন্দোলনকারীদেরও সেই অনুরোধ করে। কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেননি।'

অন্যদিকে, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম জানান, পুলিশের ওপরেই প্রথমে হামলা চালানো হয় এবং সেই ঘটনার একাধিক ভিডিও ক্লিপিংস পুলিশের কাছে রয়েছে। পাশাপাশি কিছু সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ প্রোটোকল মানেনি-এই অভিযোগ যারা করছেন, তাঁদের জানা উচিত, বিকাশ ভবনের ভিতরে ৫৮টি দপ্তরের প্রায় ৬০০ কর্মী কাজ করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত তাঁদের অনেকেই ভিতরে আটকে ছিলেন। তাঁদেরও বাড়ি ফেরার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেছিল পুলিশ।'

এদিন সংবাদিক বৈঠকে এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম বারবার বলেন, 'পুলিশ চাকরিহারাদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। সেই কারণেই আন্দোলনে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। জাভেদ শামিম বলেন, 'চাকরি যাওয়া নিয়ে আমাদের কোনও মন্তব্য নেই। চাকরি যাওয়ার বেদনা আমরা বুঝি। ওরা কষ্টে আছে। সেটা বুঝি।'

শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জাভেদ শামিম বলেন, 'শিক্ষকরা সমাজ গড়েন। তাঁরা সমাজের স্তম্ভ। তাই আমরা শুরু থেকে সম্মান দেখিয়েছি। তবে যা ঘটেছে, তা শিক্ষকদের থেকে কাম্য নয়।' তিনি আরও বলেন, 'চাকরির মূল্য আমরা বুঝি। আমরাও তো চাকরি করি।'

পুলিশের দাবি, শুধুমাত্র বিকাশ ভবনের কর্মীদের বাইরে বার করতেই বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। পুলিশের উপরই চড়াও হন আন্দোলনকারীদের একাংশ। এমনকি, প্রোটোকল মেনেই লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলে দাবি করে পুলিশ। যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। রাজ্য পুলিশের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় বলেন, 'আমরা কোনও বলপ্রয়োগ করিনি। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে চাকরি গিয়েছে। ইচ্ছে করে কেউ এখানে আন্দোলন করছে না। এখন ওরা প্রোটোকলের কথা বলছে। তবে যখন চাকরি স্বচ্ছভাবে দেওয়ার কথা ছিল তখন এই প্রোটোকল কোথায় ছিল?'

জোড়া অভিযানে ছয় জঙ্গিকে খতম, জঙ্গি দমন অভিযানের বিবৃতি সেনার

শ্রীনগর, ১৬ মে: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদমন অভিযানের গতি আরও বাড়িয়েছে সেনা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দু'টি অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা। মঙ্গলবার সোপিয়ানে 'অপারেশন কেলার'এবং বৃহস্পতিবার পুলওয়ামার ত্রালে 'অপারেশন নাদের'-এ মোট ছয় জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। কী ভাবে এই অভিযান, কী ভাবে জঙ্গিদের কোণঠাসা করা হয়েছিল, শুক্রবার তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেনার তরফে। তাদের দাবি, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই এই দুই অভিযান চালানো হয়েছিল এবং তা সফলও হয়েছে।

শুক্রবার কাশ্মীর জোনের পুলিশকর্তা ভিকে বিরদি জানান, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছয় জঙ্গিকে 'এনকাউন্টার' করা হয়েছে। কেলারের উঁচু এলাকায় এবং ত্রালের সীমান্তবর্তী গ্রামে জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পরই অভিযান চালানো হয়। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সেনা এবং সিআরপিএফ ওই দুই এলাকায় অভিযানে যায়। গোয়েন্দা সূত্রে জঙ্গিদের গতিবিধি, কার্যকলাপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তবেই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশকর্তার দাবি। তাঁর কথায়, 'সেনা, সিআরপিএফ এবং পুলিশের পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতেই ৪৮ ঘণ্টায় দু'টি অভিযান সফল হয়েছে। মোট ছয় জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব

এরপর দুয়ের পাতায়

Page-2 (17-05-25) 1NEW PAGE SET UP_Layout 1 5/16/2025 10:23 PM Page 1

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Paul S/o. Amulya Chandra Paul ও Dilip Kumar Pal S/o. A. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Hasina Bibi W/o. Sk Rahamat ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Arifa Khatun ও Riya Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Adhikari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhab Adhikari ও M. C. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫২৭ নং এফিডেভিট বলে Mousumi Ganguly ও Mousumi Ganguly Banerjee D/o. Sib Chandra Banerjee W/o. Rana Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫২৮ নং এফিডেভিট বলে Bijay Barui ও Bijoy Barui S/o. Nitish Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Santanu Nandy S/o. Mrinal Kanti Nandy ও Shantanu Nandi S/o. M. K. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মে, ২ রা জ্যৈষ্ঠ। কৃষ্ণ পক্ষের পনঞ্চমী তিথি। শনি বার, জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ । ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ-হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(কবি নাট্যকার দ্বীজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rinku Devi W/o. Ranjay Kumar Ray R/o. Satyajit Roy Sarani, Bhadreswar, Angus, Bhadreswar, Hooghly-712221 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Nandini Kumari & Dhnno Kumari ও আমার স্বামী Ranjay Kumar Ray & Ranjay Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rina Mallick W/o. Binod Mallick & Rina Mallick W/o. Binod Dom & Rina Dom D/o. Gujri Dom R/o. Daulat Bazar, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমার পুত্র Sk Rahaman S/o. Alim Sk & Samena Bibi ও Rahaman Sekh S/o. Alim Sekh & Amina Bibi Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
গত ১৯/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Chatterjee ও Musumi Chatterjee W/o. Chapal Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Acharjya S/o. Satijevan Acharjya ও Ujjal Achariya S/o. S. Achariya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
I, Sweety Bagaria, W/o Anand Bagaria, daughter of Pramod Kumar Agarwal residing at 7, Haren Mukherjee Road, Bally, Belur Math, Howrah, West Bengal-711202, shall henceforth be known as Sweeity A Bagaria as declared before The Court Of The Ld. Executive Magistrate at Howrah vide Affidavit No. 06AC305389 dated 07th May 2025. Sweety Bagaria and Sweeity A Bagaria both are the same and identical person.

আমমোক্তারনামা
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১. বলরাম মোদক, ২. ধীরেন মোদক, ৩. বিশ্বজিৎ মোদক, সকলের পিতা- ৺বনমালী মোদক, ৪. দীননাথ মোদক, পিতা- ৺ফনীন্দ্র মোদক, সকলের সাং- মল্লিকপুর, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী বিগত ইং ১১.০৮.২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর., হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৫৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল ১. হেমন্ত অধিকারী, পিতা- ৺জানকী অধিকারী, সাং-রতনপুর, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ২. তরুণ রাম, পিতা- ৺কেদার রাম, সাং-বুড়াশান্তি, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-মল্লিকপুর, ৪৮ নং জেএল ভুক্ত এল.আর. ১৩৩৭, ১৩৩৮, ১৩৩৯ ও ১০৩৩ নং খতিয়ানে ৩২৩ দাগে ষোলো আনায় ১৬ শতক বাঁশবাগান জমির মধ্যে ০.৯৬৭৫ অংশের কাত ১৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে ১. হেমন্ত অধিকারী, পিতা- ৺জানকী অধিকারী, সাং-রতনপুর, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী ও ২. তরুণ রাম, পিতা- ৺কেদার রাম, সাং-বুড়াশান্তি, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হবে।

মাননীয় জেলা ডেলিগেট আদালত, হাওড়া
সাকসেশন মামলা নং ৯৩/২০২২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রীমতি অমরজিৎ কাউর ওবেরয় স্বামী প্রয়াত মনজিৎ সিং ওবেরয়, চরণ কমল সিং ওবেরয় এবং বলপ্রীত সিং ওবেরয় উভয়ের পিতা প্রয়াত মনজিৎ সিং ওবেরয়, ৩/৪, কাশীনাথ চ্যাটার্জি লেন, থানা : শিবপুর, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, হাওড়া : ৭১১১০২, আবেদনকারী হিসেবে উক্ত মামলা নিম্নোক্ত তপশিলে বর্ণিত মতে মনজিৎ সিং ওবেরয়ের ২৪.০৪.২০২২ তারিখে প্রয়াত হওয়ার কারণে অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবিদার ঘোষণার জন্য আবেদন করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির উক্ত বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকলে স্বয়ং হাজির হয়ে লিখিতভাবে মহামান্য আদালত সমীপে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে, অন্যথায় মহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করবেন এবং মহামান্য আদালতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মেনে চলা বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য হবে।

তপশিল

দফা নং ১

ব্যাঙ্ক	শাখা	অ্যাকাউন্ট নং	পরিমাণ
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	হাওড়া	৬০০৭৩৭৮০৩৬২ (কারেন্ট)	**২৬৫৯৫১৫.৬৫** এবং পুঞ্জিভূত সুদ

(অ্যাকাউন্ট হোল্ডার : গুরু নানক বিল্ডার্স, স্বত্বাধিকারী সংস্থা, মনজিৎ সিং ওবেরয় সম্পূর্ণ মালিক)।

দফা নং ২

ব্যাঙ্ক	শাখা	অ্যাকাউন্ট নং	পরিমাণ
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	হাওড়া	২০০২২৫১২৮৩৪ (সেভিংস)	**২২১৪৭১৬.৬৭** এবং পুঞ্জিভূত সুদ

(অ্যাকাউন্ট হোল্ডার : মনজিৎ সিং ওবেরয়)

আদেশক্রমে
সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট কোর্ট, হাওড়া

নাম পরিবর্তন
আমি, অরিজিতা দে, প্রতীক কুমার দাসের স্ত্রী, 201A, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পি.ও. ও পি.এস. যাদবপুর, কলকাতা 700033 নিবাসী, উল্লেখ্য যে আমাদের কন্যা প্রদীপ্তা দাস ও অভিদীপ্তা দাস জন্ম নথিতে আমার নাম ভুলবশত অরিজিতা দাস হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সন্মুখ এফিডেভিট নং 2546 তারিখ 14/05/2025 এর মাধ্যমে শপথবদ্ধভাবে নিশ্চিত ও ঘোষণা করছি যে, অরিজিতা দে (স্বামী প্রতীক কুমার দাস) এবং অরিজিতা দাস (স্বামী প্রতীক কুমার দাস) উভয়েই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

লিগাল নোটিশ
আমি, শ্রীমতি অর্চ্চনা খামারু স্বামী স্বপন কুমার খামারু, ১৬/বি, যাদব ঘোষ রোড, পো এবং থানা: সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, নিম্নোক্ত তপশিল মতে একটি জমি ক্রয় করেছেন, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার শ্রী গণেশ ছেত্রী, পিতা জ্ঞান বাহাদুর ছেত্রী এবং শ্রী বিমল মন্ডল, পিতা কানাই লাল মন্ডল উভয়ের ঠিকানা : সরসুনা, পো এবং থানা : সরসুনা, কলকাতা : ৬১, পিওএ নং ০০০৭৫-২০০৯, এডিএসআর বেহালা, বুক নং ৪, দলিল নং ০৬৮৭৫-২০০৯, এডিএসআর বেহালা, বুক ১ -এর কাছ থেকে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জমির মিউটেশন সম্পর্কে কোনও আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ করে বিএলএলআরও, কলকাতা, কেএমসি বিল্ডিং, রুম নং ৩২৮, ৫, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০১৩ ঠিকানায় লিখিতভাবে বা ইমেল মারফত bllroatm@gmail.com এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে জানাতে পারেন। জমির তপশিল -মৌজা -দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১১৬, প্লট নং ১৫৮।

।। নোটিশ ।।
ইন দ্যা কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী, এ্যাট চুঁচুড়া
মিস কেস নং-৯৬ / ২০২৩
দরখাস্তকারী/পিটিশনার ..অবনী হালদার

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **অবনী হালদার,** পিতা- দুলাল চন্দ্র হালদার, সাং ৭২/কে, ঘোষালপাড়া, নবগ্রাম, বৈদ্যবাটী, মল্লিকপাড়া, পোঃ মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলীর, বাসিন্দা তাহার নাবালক পুত্র - **সুরজিৎ হালদার**-এর নামীয় একটি সম্পত্তি জেলা - হুগলী, মৌজা ও থানা – শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩, এল.আর. দাগ নম্বর ৬৩৭০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ৩২৬০৫, পরিমাণ ০.০০২ একর সম্পত্তি যাহা শ্রীরামপুর পৌরসভার অন্তর্গত হইতেছে। উক্ত নাবালকের সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতির নিমিত্তে উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রচার হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনি নিজ বা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া যথাযথ ব্যবস্থা লইবেন নচেৎ এক তরফা শুনানীর আদেশ হইবে।

Shabana Begum (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ইন দ্যা কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী, এ্যাট চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়** স্বামী ৺তারাশঙ্কর ব্যানার্জ্জী ওরফে তারাশংকর ব্যানার্জ্জী, সাকিম বিশপাড়া, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, **২)শ্রীমতী প্রিয়া ব্যানার্জ্জী (হালদার)** স্বামী শ্রী সন্দীপন হালদার, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, ঘোষপাড়া, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, **৩)কুমারী পৃথা ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺তারাশঙ্কর ব্যানার্জ্জী ওরফে তারাশংকর ব্যানার্জ্জী, সাকিম বিশপাড়া, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৮/০৬/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0157/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সুজয় কুমার ঘোষ** পিতা ৺ভক্তিপদ ঘোষ সাকিম বিশপাড়া, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৫/০৯/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3161/18 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নিরঞ্জন দাস** পিতা ৺রাম চরণ দাস, সাকিম সেরপুর, বিবেকানন্দ কলোনী, নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩ মহাশয়কে ১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা রঘুনাথপুর, ২৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৫৮৯, ২৫৯১, ২৫৯২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৭৪ নং তথা হাল এল.আর. ৫৯১ নং দাগে বাস্ত জমি ষোল আনায় ৬১ শতক মধ্যে ০.৩০০০ অংশে ১৯ শতক তন্মধ্যে ১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ০২.৪৭৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী নিরঞ্জন দাস** পিতা ৺রাম চরণ দাস তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী পুষ্পরানী ঘোষ, ২)শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, ৩)শ্রী সুনীল ঘোষ, ৪)শ্রীমতী নন্দরানী ঘোষ স্বামী স্মৃতিকান্ত ঘোষ, **৫)শ্রীমতী রেনুকা ঘোষ**, সকলের সাকিম দিগড়া, উত্তরপারা, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৬)শ্রীমতী সন্ধ্যারানী পাল** স্বামী শ্রী সুনীল পাল, ১ নং এর স্বামী, ২ থেকে ৬ নং এর পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৬ নং এর সাকিম সাহানা, বড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৬/১২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3122/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ভূপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩ নম্বর শান্তি পল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/১২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3132/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অঞ্জনা রাজবংশী** স্বামী স্বপন রাজবংশী সাকিম ৩৯/১, শান্তি পল্লী-১, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াকে ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া-মল্লিকহাটী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৫৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৫ তথা হাল এল.আর. ৭৬ নং দাগে বাগান/বাঁশবাগান জমি ০.২৮ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অঞ্জনা** রাজবংশী স্বামী স্বপন রাজবংশী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী পুষ্পরানী ঘোষ, ২)শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, ৩)শ্রী সুনীল ঘোষ, ৪)শ্রীমতী নন্দরানী ঘোষ স্বামী স্মৃতিকান্ত ঘোষ, **৫)শ্রীমতী রেনুকা ঘোষ**, সকলের সাকিম দিগড়া, উত্তরপারা, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৬)শ্রীমতী সন্ধ্যারানী পাল** স্বামী শ্রী সুনীল পাল, ১ নং এর স্বামী, ২ থেকে ৬ নং এর পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৬ নং এর সাকিম সাহানা, বড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৬/১২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3122/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ভূপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩ নম্বর শান্তি পল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/১২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3130/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মীরা পরামানিক** স্বামী শ্রী বৈদ্যনাথ পরামানিক সাকিম দিগড়া, উত্তরপারা, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াকে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া - মল্লিকহাটী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৫৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৫ তথা হাল এল.আর. ৭৬ নং দাগে বাগান/বাঁশবাগান জমি ০.২৮ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী মীরা পরামানিক** স্বামী শ্রী বৈদ্যনাথ পরামানিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

LEGAL NOTICE
My Client namely Mr. Debabrata Banik, son of late Sourendra Kumar Banik @ Surendra Banik intend to sell his land measuring an area about 3 (Three) Cottah 15(Fifteen) Chittak alongwith 200(Two hundred) square feet ashbe-straw shed property within Mouza- Serampore, J.L.No. 13, R.S. Dag No. 6777 under R.S. Khatian No. 2576, corresponding to L.R. Dag No. 7185 under L.R. Khatian No. 6876, situated at Holding No. 31/A/1, Tarapukur Lane under Serampore Municipality, Ward No. 6 Post Office Mallick Para, Police Station: Serampore, District : Hooghly, Pin-712203 to Mr. Samir Das, son of late Brajo Kishore Das of Serampore, Hooghly.
Any person or Persons having any objection, claim/claims or any rights by way of inheritance against the aforesaid landed plot and shares, should raise their objection/claim, if any, in writing to the undersigned alongwith the documentary evidences in support of the said claims thereof within 15 days from the date of publication day of the instant notice, failling which claims, if any, shall be deemed to have been void ab initio.

Sanjib Mitra
Advocate
High Court, Calcutta
Bar Association, Room No. 13
Phone- 9831449499

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>আড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

জন বার্লাকে নিশানা করে আইনি নোটিস শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লার বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দলবদলের পর জন বার্লা যে অভিযোগ করেছেন, তাকে ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে দাবি করে শুভেন্দু তাঁর আইনজীবী সূর্যনীল দাসের মাধ্যমে একটি আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন বার্লার উদ্দেশে। সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই নোটিস পোস্ট করে তাতে শুভেন্দু লেখেন, ‘গতকাল আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, যাঁকে দল পুনরায় মনোনয়ন না দেওয়ায় তিনি দল বদল করে চোরেদের দলে নাম লিখিয়েছেন। বিনিময়ে ওনার নতুন দলের মালিক, যাঁকে আমি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে ১,৯৫৬ ভোটে পরাজিত করেছিলাম, তাঁকে খুশি করতেই আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছাড়াই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া অভিযোগ এনেছেন। তিনি আগেভাগেই আই-প্যাকের লেখা চিত্রনাট্য মুখস্থ করে তা সর্বসমক্ষে আওড়েছেন।’ এছাড়াও শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে। তাই তিনি জন বার্লার কাছে আইনি নোটিসে তিন দফা দাবি জানিয়েছেন, প্রথমত, সাত দিনের মধ্যে নিঃশর্তভাবে লিখিত ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই ক্ষমাপ্রার্থনা বাংলার ও ইংরেজি ভাষার প্রধান সংবাদপত্রে এবং সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে প্রকাশ করতে হবে, যেখানে মানহানিকর বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের আর কোনও মানহানিকর বা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করা চলবে না। নোটিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই দাবিগুলি পূরণ না হলে শুভেন্দু অধিকারী দেওয়ানি ও ফৌজদারি, উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়ে জন বার্লা একাধিক রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন বিরোধী দলনেতাকে ঘিরে। টার তোলা সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এবার পাল্টা আইনি নোটিস দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বাকযুদ্ধ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিদ্যাসাগর সেতুর সংস্কারে অস্থায়ী হোমগার্ড নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বিদ্যাসাগর সেতুর দ্বিতীয় দফার সংস্কার ও মেরামতির প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ৮০০ হোমগার্ড নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মর্মে কলকাতা পুলিশের পাঠানো প্রস্তাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়পত্র দিয়েছে। এই নিয়োগের জন্য ৯ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ।

বিদ্যাসাগর সেতুর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার ও মেরামতির কাজ শুরু হলে, কলকাতা শহরের একটা বড় অংশজুড়ে যানজটের আশঙ্কা রয়েছে। তাই যান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী প্রয়োজন হবে। তাই এই বাড়তি হোমগার্ড নিয়োগের সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রথম ধাপে সেতুর নীচের অংশের ১৬টি কেবল পরিবর্তন করা হয়েছে। দুর্বল কেবলগুলি পরিবর্তনের কাজ শেষ হলে তৃতীয় ধাপে ৮২৩ মিটার দীর্ঘ সেতুর বিয়ারিং বদল শুরু হবে। কলকাতা ও জার্মানির বিশেষজ্ঞ দুটি সংস্থা রাজ্য সরকার ও এইচআরবিসি র তদারকিতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারের কাজ করছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। সংস্কারের কাজ চলার সময় ব্যস্ত ওই সেতুর উপর যান চলাচল যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের সময় সেতুর দুটি লেনে যান চলাচল বন্ধ থাকলেও বাকি চারটি লেন দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই যান চলাচল করছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কারের সময়ও যাতে যান চলাচল যথাসম্ভব মসৃণ রাখা যায় সেদিকে নজর রাখা হবে।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে শুক্রবার কলকাতার বুকে তেরঙ্গা মিছিল করল বিজেপি।

গড়ে উঠছে ১২টি আধুনিক অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি ও দূষণ নিয়ে প্রশ্নের সমাধানে রাজ্যে গড়ে উঠছে ১২টি আধুনিক অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন (এটিএস)। পরিবহণ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই স্টেশনগুলোতে গাড়ির যান্ত্রিক ও দূষণ সংক্রান্ত সব ধরনের পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান হবে না। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূম, মালদা ও দার্জিলিং, এই ১২টি জেলায় এটিএস স্থাপন করা হবে। অটোমেটেড টেস্টিং সেন্টার তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই যায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিতযায়গায় মাটি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে। বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে কোনও এটিএস নেই। এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলার মোটর ভেহিকল টেকনিক্যাল অফিসার (এমভিটিও) চোখে দেখে গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা করেন। ফলে দুর্ঘটনার পর গাড়ির স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মানবিক ভুল বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও থাকে।

বর্ষার আগে তৎপরতা শুরু নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার আগেই রাজ্য প্রশাসনের তরফে আগাম সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হল নবান্নর তরফে। পাশাপাশি, রাজ্যের নদীবাঁধগুলির রক্ষণাবেক্ষণের উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর সভাপতিত্বে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ১২টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সচিবদের নিয়ে নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সেচ দপ্তরকে স্পষ্টভাবে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্য সচিব জানিয়েছেন, বর্ষা নামার আগেই নদীবাঁধগুলি পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, বর্ষার আগে হুগলির খানাকুল ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়েছে। কারণ বর্ষার সময় এই অঞ্চলে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বাঁধ ভেঙে প্লাবনের আশঙ্কা থাকে।

জোড়া অভিযানে ছয় জঙ্গিকে খতম, জঙ্গি দমন অভিযানের বিবৃতি সেনার

প্রথম পাতার পর

হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর ভাঙতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

অবন্তীপোরায় যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে ভিক্টর ফোর্সের মেজর জেনারেল ধনঞ্জয় জোশী অভিযানের বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি জানান, প্রথম সংঘর্ষটি হয় শোপিয়ানের কেলারে। গত ১২ মে গোয়েন্দাদের থেকে ওই এলাকায় জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ১৩ মে জঙ্গিদের গতিবিধি চিহ্নিত করে শুরু হয় অভিযান।

দ্বিতীয় অভিযান হয় ত্রালে। খবর মেলে সেখানে একটি বাড়িতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছে। সেই খবর পাওয়ামাত্রই সীমান্তবর্তী ওই গ্রাম ঘিরে ফেলা হয় বলে জানান ভিক্টর ফোর্সের মেজর জেনারেল ধনঞ্জয়। তাঁর দাবি, পুলিশ এবং সেনার উপস্থিতি টের পেতেই জঙ্গিরা লুকিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। ধনঞ্জয়ের কথায়, ‘জঙ্গিরা যাতে গ্রামবাসীদের ঢাল বানাতে না পারে, সেটাই ছিল আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। খুব সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে জঙ্গিদের অবস্থান চিহ্নিত করে তার পরই অভিযান চালানো হয়েছে।’

‘অপারেশন কেলার’-এ শোপিয়ানে যে তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে, তারা হল, শাহিদ কুট্টে, আদনান শফি দার, এহসান আহমেদ শেখ। আর বৃহস্পতিবার ত্রালে সেনার ‘অপারেশন নাদের’-এ যে তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে, তারা হল, আসিফ আহমেদ শেখ (২৮), আমির নাজির ওয়ানি (২০) এবং ইয়াওয়ার আহমেদ ভাট। তিন জনেই পুলওয়ামার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে আসিফ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে অবন্তীপোরার জেলা কমান্ডার। ২০২২ সাল থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আসিফ। আমির ২০২৪ সাল থেকে পুলওয়ামায় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। ইয়াওয়ারও তা-ই। সে-ও গত বছর থেকেই পুলওয়ামায় সক্রিয় ছিল। আর শোপিয়ানে যে তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে, তারা লশকর জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিল বলে দাবি পুলিশ সূত্রের।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের বিধাননগর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভিযান ঘিরে উত্তাল হয়েছিল বিকাশ ভবন চত্বর। প্রথমে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্দোলনকারীরা বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে ফেলে ভিতরে ঢুকে যায়। রাতে এই উত্তেজনা আরও বড় আকার ধারণ করে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের। এরপর শিক্ষকদের মারধর থেকে বেপরোয়া লাঠি চার্জের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। তবে এই ঘটনায় এক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হল বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের পালা।

২০১৬ সালে এসএলএসটি যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে বিধাননগর পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং অবৈধভাবে সরকারি কর্মীদের অভিযোগ আনা হয়েছে। একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের এই পদক্ষেপকে ধিক্কার জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদের বক্তব্য, 'আমরা কোনও ভাঙচুর করিনি। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখ াচ্ছিলাম। পুলিশ কয়েকটা ছবি নিয়ে এখন আন্দোলনকে বিমুখ করার চেষ্টা করছে। এভাবে আমাদের আটকাতে পারবে না। আমাদের হকের চাকরি ফিরিয়ে দিতেই হবে।'

সুপ্রিম রায়ে প্রমাণিত হল 'ডিএ-ই অধিকার', মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের ডিএ বকেয়া সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের উপর ২৫ শতাংশ বকেয়া অবিলম্বে মেটানোর নির্দেশ দিতেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। একে 'মমতা সরকারের উপর এক মিষ্টি জয়' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তাবাদী সরকারি কর্মীদের ইউনিয়ন 'কর্মচারী পরিষদ' রাজ্যের অমানবিক মনোভাবের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছে। আজ তাঁদের জয়।' শুভেন্দু

কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মামলাকারীদের তরফে লড়াই করা আইনজীবী পরমজিত সিং পাটওয়ালিয়া, বানসুরী স্বরাজ-সহ অন্যান্যদের প্রতি।

তাঁর কথায়, 'ওঁদের নিরলস আইনি লড়াইয়েই এই ঐতিহাসিক রায় মিলেছে।' তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 'ডিএ কোনও অধিকার নয়'। আজকের রায়ে প্রমাণিত হল, ডিএ-ই অধিকার। লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর অধিকারের থেকে মুখ ফেরানোর জন্য তাঁর এখনই পদত্যাগ করা উচিত।' শুভেন্দুর দাবি, 'এই রায় শুধু অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক ও সাংবিধানিক ন্যায়েরও জয়।'

কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তপ্ত নৈহাটির গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়ার বাসন্তীতলার বাসিন্দা তাপস পণ্ডিতের নাবালক পুত্র সুদীপ্ত পণ্ডিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে শিবদাসপুর থানার আতিসারা গ্রামে মামার বাড়িতে এসেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে রবি ঘোষের আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল ওই কিশোর। অভিযোগ, আম পেড়েছে সন্দেহে শালিদহের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ৫৫ বছরের শেখ ফারহাদ ওরফে ফুরাদ মণ্ডল ওই কিশোরকে ব্যাপক মারধোর করে। যদিও কিশোরের সঙ্গে থাকা দুই বন্ধু বাগান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে অচৈতন্য অবস্থায় থাকা ওই কিশোরকে উদ্ধার করে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয়দের দাবি, ঘোষেদের আমবাগান লিজে নিয়ে ব্যবসা করছেন অভিযুক্ত শেখ ফুরাদ। এদিকে কিশোরের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই শিবদাসপুর থানার আতিসারা গ্রামে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার সকালে ক্ষিপ্ত জনতা আমবাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনকি ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা দীর্ঘক্ষণ শিবদাসপুর থানা ঘেরাও করে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হন। পাশাপাশি তাঁরা ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রাজেন্দ্রপুর টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ৩০ মিনিট অবরোধ চলার পর পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। তবে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় আতিসারা গ্রামে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। উত্তেজনা প্রশমিত করতে আতিসারা গ্রামে পুলিশ পিকেট মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত ফুরাদকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুর, ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস। পুলিশ কমিশনার অজয় ঠাকুর বলেন, 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আসা এক কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে বাগানে আম পাড়তে গিয়েছিল। বাগান মালিক দেখে ওদেরকে তাড়া করে। দু'জন দৌঁড়ে বাগান থেকে পালিয়ে যায়। একজনকে ধরে ফেলে বাগান মালিক মারধোর করে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাগানে পড়ে থাকা কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ১৭ বছরের কিশোরকে হত্যার ঘটনার পর থেকেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে নৈহাটি বিধানসভার শিবদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আতিসারা গ্রামে। শুক্রবার বেলায় মৃত কিশোরের মামার বাড়িতে গেলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, রূপক মিত্র। সেখানে গিয়ে তাঁরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি বলেন, 'আম কুড়োতে যাওয়া এক কিশোরকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো বাগান মালিক। এতেই প্রমাণিত বাংলার পুলিশকে মানুষ এখন ভয় পায় না।' তাঁর কথায়, 'বাংলার পুলিশ অপদার্থ। আর বাংলার এই পুলিশ পুরোপুরিভাবে তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে।' অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'মৃতের মামা দলের কার্যকর্তা। শুধুমাত্র আম পাড়ার জন্য দলীয় কার্যকর্তার ভাগ্নাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। আসলে তৃণমূলের রাজত্বে বাংলায় হিন্দু নিধন চলছে।' প্রিয়াঙ্গুর দাবি, তৃণমূলের জমানায় পুলিশের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে পুলিশের এখন কিছুই করার নেই।

ভুয়ো শংসাপত্রে পাসপোর্টের আবেদন, গার্ডেনরিচে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জন্মের জাল শংসাপত্র জমা দিয়ে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টা করছিলেন এক যুবক। অবশেষে কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম এহসাহান খান, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। অভিযোগ, তিনি গোসাবা থেকে জাল সার্টিফিকেট জোগাড় করে পাসপোর্ট অফিসে আবেদন জানান। তথ্য যাচাই করতে গিয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন বিভাগ তদন্ত করে নিশ্চিত হয়, নথিটি জাল। এরপরই এহসাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে, আর এক ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় ধৃত আজাদ মল্লিক সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে ইডির। জানা গিয়েছে, তিনি আদতে পাকিস্তানের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। তারপর ১ লক্ষ টাকা খরচ করে প্যান, ভোটার এবং আধার কার্ড বানিয়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেন। আজাদের হয়ে কাজ করত একাধিক এজেন্ট, যারা কমপক্ষে ১০০ জন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিকে জাল পরিচয়পত্র জোগাড় করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি, আজাদের আইএসআই যোগের বিষয়েও তদন্তকারীরা প্রমাণ পেয়েছেন বলে সূত্রের খবর। পাসপোর্ট প্রতারণার তদন্তে নামতে পারে এনআইএ।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সিঁদুর খেলা দমদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর দশমীতে চল রয়েছে সিঁদুর খেলার। যা দুর্গাপুজোর একটা বিশেষ অঙ্গ বলেই মনে করেন ভারতীয়রা। সেদিন মহিলাদের একে অপরকে সিঁদুর পরাতেও দেখা যায়। সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় বহু মহিলার সিঁদুর মুছে গিয়েছে। আর তারপরেই হামলার বদলা হিসেবে অপারেশন সিঁদুর অভিযান করে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কড়া অবস্থানে দিশেহারা জঙ্গিরা। এবার এই 'অপরাশেন সিঁদুর'-এর সেই সাফল্যই এবার উদযাপন করলেন বিজেপি কর্মীরা। মহিলাদের সিঁদুর পরিয়ে ও ছোটদের মিষ্টিমুখ করিয়ে করা হয় উদযাদপন। দমদমের একটি স্কুলের সামনে মহিলা পড়ুয়াদের মায়েদের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। আর পড়ুয়াদের হাতে মিষ্টি ও ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে

দেন বিজেপির কর্মীরা। এই অভিযানের সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদও দেওয়া হয় বিজেপির মহিলা কর্মীদের পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির এক কর্মী বলেন, 'যাঁদের বলা হয়েছিল তাঁরা কালমা পড়তে পারেন কি না, তাঁদের নরেন্দ্র মোদি মহাভারত দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তারই প্রতীক হিসেবে এই উদযাপন। ওই বিজেপি কর্মী আরও বলেন, এটাই নিউ ইন্ডিয়া, নতুন ভারতবর্ষের এটাই রূপ।'

ডিএ নিয়ে রাজ্যকে 'সুপ্রিম থাপ্পড়', দেখছেন সরকারি কর্মীর একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুখবর রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের জন্য। বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। তাঁদের আরও দাবি, সুপ্রিম কোর্ট এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ডিএ পাওয়া অধিকার। তাই বাকি ডিএ রাজ্য সরকারকে দিতেই হবে।

এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খ বর, শুক্রবার ডিএ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে বলে, ৫০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে দিন। যা শুনে রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন যে, এটা বিপুল পরিমাণ টাকা। এই টাকা দিতে হলে রাজ্য সরকারের কোমর ভেঙে যাবে। রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয় যে, ডিএ পাওয়া কোনও অধিকার নয়। সাংবিধানিক অধিকার নয়। সম্ভব নয় এটা। এর পাল্টা শীর্ষ আদালত জানায় যে, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন অগাস্ট মাসে ধার্য করা হচ্ছে বলেও জানান বিচারপতি সঞ্জয় করোল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারিরা বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পান। সম্প্রতি, ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ায় রাজ্য সরকার। তার পরই ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ডিএ হয় ১৮ শতাংশ। সেই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হয় ১ এপ্রিল থেকে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মীদের মহার্ঘ্যভাতার ফারাক এখ নও ৩৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিরা ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ পান।

এনিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম নেতা নির্ঝর কুণ্ডু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ডিএ দয়ার দান। সরকার মনে করলে দেবে, না মনে করলে দেবে না। সুপ্রিম কোর্টে সরকার বড় থাপ্পড় খেয়েছে। সরকার মনে করছিল নিজেদের মর্জি মতো চলবে, ডিএ দেবে না। সুপ্রিম কোর্ট আজ ২৫ শতাংশ ডিএ দিতে নির্দেশ দিয়ে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে ডিএ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। সরকারের বোধোদয় হয় কি হয় না সেটা দেখার। সরকার ডিএ দেয়নি বলেই তো এতটা বকেয়া রয়েছে। এখন বলছে ডিএ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আগে যখন ক্ষমতা ছিল তখন অল্প অল্প করেও তো ডিএ মেটাতে পারত। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারছে, অন্য রাজ্য সরকারগুলি দিতে পারছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতে পারছে না। সরকারি কর্মচারিদের দোষী করে মুখ ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কাছে ভাল থাকার চেষ্টা করে গিয়েছেন। এবার সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হচ্ছে ২৫ শতাংশ ডিএ দিয়ে দিন, সরকারের কাছে তো এটা লজ্জার। আজকের নির্দেশের মাধ্যমে এটা স্বীকৃতি পেল যে সমস্ত সরকারি কর্মচারির জন্য ডিএ পাওয়া অধিকার।'

ডিএ রায়ে 'অপদার্থ' বলে মমতা সরকারকে নিশানা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিএ বকেয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, 'মেলা, খেলা আর তোষণের নেশায় বুঁদ দুর্নীতিগ্রস্ত মমতা সরকার সুপ্রিম কোর্টে ১৭ বার শুনানি এড়িয়ে গেলেও আজ আদালতের চপেটাঘাত খেয়েছে।' শীর্ষ আদালতের নির্দেশে রাজ্যকে ২৫ শতাংশ ডিএ বকেয়া অবিলম্বে মেটাতে বলা হয়েছে। এই রায়কে 'ঐতিহাসিক জয়' আখ্যা দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'সরকার কর্মীদের প্রাপ্য মেটাতে দরিদ্রতার অজুহাত দিয়েছে, অথচ উৎসব আর প্রচারে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দিয়েছে।' তিনি কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে, যিনি

Dr. Sukanta Majumdar
@DrSukantaBJP

The Supreme Court has slapped the Mamata govt once again!

After 17 shameless adjournments by a corrupt regime drowning in mela, khela & appeasement politics, the apex court has ordered WB govt to pay 25% of DA arrears to its employees.

This is a historic win for Bengal's deprived govt employees and a tight slap to a govt that spent crores on carnivals but cried poverty when asked to pay its workers their dues.

Failed CM Mamata Banerjee's lawyer Abhishek Manu Singhvi told the court the state couldn't pay 50% of DA because it would "break its financial backbone."
But the truth is, Mamata & her inner circle looted the treasury dry—from SSC scams to cow & coal rackets, the list is endless.

আদালতে বলেন, ৫০ শতাংশ ডিএ দিলে রাজ্যের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। তার পাল্টা জবাবে সুকান্তের অভিযোগ, 'এসএসসি কেলেঙ্কারি থেকে গরু-কয়লা চোরাচালান, তৃণমূলের লুঠের তালিকা অন্তহীন। কোষাগার ফাঁকা হয়েছে নেত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের দুর্নীতিতে।' সুকান্ত স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২২ সালের কলকাতা হাই কোর্টও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল, তাও উপেক্ষা করেছে তৃণমূল। তাঁর মন্তব্য, 'এই রায় শুধু আইনি নয়, নৈতিকও। এটা তৃণমূল নেতাদের জন্য সতর্কবার্তা, জনতার টাকা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।' শেষে তিনি বলেন, 'বিজেপি রাজ্যের প্রতিটি কর্মচারী, প্রতিটি বঞ্চিত যুবক ও প্রতারিত নাগরিকের পাশে আছে। আমরা সোনার বাংলা গড়ব, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার জবাবদিহি করতেই হবে।'

পুলিশের লাঠিচার্জে 'ফ্যাসিস্ট আক্রমণ' অ্যাখ্যা প্রাক্তন বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জে উত্তাল রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন মহল। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের কড়া প্রতিক্রিয়া, 'এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করছি। এটা গণতান্ত্রিক দেশের কাজ হতে পারে না। এটা একেবারে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ।'

বৃহস্পতিবার পুলিশের দমনমূলক পদক্ষেপে আহত হয়েছেন বহু চাকরিপ্রার্থী। তবু হাল ছাড়েননি তাঁরা। রাত কেটেছে খে ালা আকাশের নীচে। শুক্রবার সকালেও গেট ভেঙে ফের অবস্থানে বসেন আন্দোলনকারীরা। চলে স্লোগান, মিছিল, প্রতিবাদ। বক্তব্য, 'আমরাই যোগ্য শিক্ষক। স্কুলে ফেরত না নেওয়া হলে পরীক্ষা দেব না।' পুলিশও প্রস্তুত। বিকাশ ভবন চত্বর কার্যত দুর্গে পরিণত। বাড়ানো হয়েছে ব্যারিকেড। মোতায়েন র‍্যাফ-সহ প্রচুর পুলিশ। গতকালের মতো সরকারি কর্মীরা যেন আবার অবরুদ্ধ না হন, সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে মরিয়া প্রশাসন। অন্যদিকে, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এরা নিরস্ত্র, অহিংস মানুষ। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন মৌলিক অধিকারের অংশ। পুলিশের এই আক্রমণ সংবিধানের পরিপন্থী।' আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, আজও বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চলবে।

মিলল বস্তাবন্দি দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের পাশে মিলল আধাপোড়া মৃতদেহ। তাও আবার বস্তাবন্দি। তবে এক নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যতীনগরে যে ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় তাঁর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। এদিকে যে রাস্তায় এই বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই রাস্তা জনবহুল। সবসময়ই মানুষের যাতায়াত থাকে। কিন্তু, তারমধ্যেও কীভাবে এ ঘটনা ঘটল বা কারা বস্তাবন্দি দেহ ফেলে গেল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। একইসঙ্গে কেউ কেউ মনে করছেন দেহ ফেলে যাওয়ার পরই বস্তায় আগুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তায় এ কাজ কি ভাবে করা সম্ভব হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রের খবর, রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বস্তা দেখ তে পান এলাকাবাসী। এতে সন্দেহ হওয়ায় এলাকার এক ব্যক্তি পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমদম থানার পুলিশ।

সৌগতর সঙ্গে দূরত্ব বজায় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগতর থেকে 'দূরত্ব বজায়' তৃণমূলের। সম্প্রতি, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সাংসদের করা মন্তব্য থেকে দায় ঝেড়ে ফেলল দল। জানিয়ে দিল, এটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস তরফে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, 'আমরা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, সাংসদ সৌগত রায়ের করা মন্তব্য, কোনও ভাবে দলের মতামত নয়।'

প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটু ভিন্ন মত শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। সৌগত জানিয়েছিলেন, 'ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ যেভাবে শেষ হল, তা ভারতের জন্য লজ্জার। এরকম ভাবে ট্রাম্পের কথায় রাজি হওয়া উচিত হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সফল হয়নি। আর এই সিঁদুর-টিঁদুর হল মাসি সেন্টিমেন্ট। চটচটে আবেগ।' এর পাশাপাশি 'অপারেশন সিঁদুর' নানা জায়গায় নানা মন্তব্যও করতে দেখা গেছে তাঁকে। যখন দলের অন্য সাংসদরা সিঁদুরকে 'সাফল্যের' ছবি হিসাবে দেখেছেন, সেই মুহূর্তে সৌগতর দাবি, 'কোনও যুদ্ধই হয়নি। গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর। ড্রোন এদিক ওদিক করেছে। দু-একটা মিসাইল এদিক ওদিক পড়েছে।' তৃণমূল সাংসদের 'বাড়াবাড়ি' দেখে কিন্তু ক্ষেপে যায় রাজ্য বিজেপি। বৃহস্পতিবার সৌগতর 'চটচটে' মন্তব্যকে হাতিয়ার করে প্রতিবাদে নামে রাজ্য বিজেপি। চলে বিক্ষোভ, করা হয় মিছিলও। পরিস্থিতির রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝে এবার সৌগতর পাশ থেকে সরে গেল তৃণমূলও।

সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গে বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগেভাগেই সক্রিয় হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। অনেকদিন ধরেই বর্ষা কড়া নাড়ছে দরজায়। কলকাতায় যখ ন ভ্যাপসা গরমে ঘামছেন শহরবাসী, ওদিকে তখন বর্ষা জানান দিচ্ছে, সে প্রায় এসেই পড়েছে। ভূখ ণ্ড থেকে আর বেশি দূরে নেই। এরইমধ্যে আবার রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার যে রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতে জানা গিয়েছে সময়ের আগেই বর্ষা এসে হাজির হচ্ছে দক্ষিণের রাজ্য কেরলে। সাধারণত এই রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করলেই আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষার আগমন চিহ্নিত করে মৌসম ভবন। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণাবর্ত এক জিনিস নয়। সার্কুলেশন রয়েছে বঙ্গোপসাগরে। তবে আপাতত পাঁচ দিন ঘূর্ণিঝড়ের কোনও সতর্কবার্তা নেই বঙ্গোপসাগরে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা প্রকাশ করলেও ভারতের মৌসম ভবন এখ নও পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় নিয়ে কোনও আপডেট দেয়নি। সাধারণত প্রতি বছর ১ জুন বর্ষা আসে। তবে এবার তার থেকে আগেই আসছে বর্ষা। আগামী ২৮ মে-র আগেই কেরলে ঢুকে পড়বে বর্ষা। শুরু হয়ে যাবে বর্ষার বৃষ্টি। উত্তর-পূর্ব ভারতেও বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ৩-৪ দিনে গোটা আন্দামানেই ঢুকে পড়বে বর্ষা। আর মে মাসের শেষে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের আশা আছে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বাংলায় বর্ষা কবে ঢুকবে সে ব্যাপারে

অবশ্য এখনও পূর্বাভাস দেয়নি মৌসম ভবন। তবে বর্ষা প্রবেশ করতে কিছুটা সময় লাগলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস একেবারে স্পষ্ট। আগামী দু'সপ্তাহে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার ইঙ্গিত দক্ষিণবঙ্গে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। এই ঝড়-বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলি জেলাতে। কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতাতে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির আবহাওয়া। ভারী বৃষ্টি উপরের পাঁচ জেলায়। বুধবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি সব জেলাতেই। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বেশি উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলাতে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। এই জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও।

পরিবেশ সুরক্ষায় কেন্দ্রের স্বীকৃতি তিলোত্তমাকে

কলকাতার সবুজে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দূষণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেল কলকাতা। বায়ুদূষণের মাত্রা কমানো ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে দেশের তিনটি শহরের মধ্যে কলকাতাকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। এই খবরে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে কলকাতাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি লেখেন, 'কলকাতা আবার পথ দেখাল! পরিচ্ছন্ন ও সবুজ শহর গড়ে তোলায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ।' তাঁর মতে, এই সাফল্য শহরবাসীর সচেতনতারই ফসল।

দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতার বায়ুদূষণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। বাতাসে 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' বা ক্ষুদ্র কঠিন কণার পরিমাণ কমে এসেছে বলেই শহর পেয়েছে কেন্দ্রের স্বীকৃতি। রাজধানী দিল্লি যখন দূষণের জেরে বারবার শিরোনামে, তখন কলকাতা নিজেকে প্রমাণ করেছে পরিবেশবান্ধব নগরী হিসেবে। দিনের পর দিন নগরায়ণের চাপে সবুজ যখন সঙ্কটে, সেই সময় কলকাতার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়। পরিবেশ সচেতনতার এই ধারাকে ধরে রাখার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে এর কুফল সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে

শীর্ষ ন্যায়ালয়ের আদেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগে এক লপ্তে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বাঙালি হিসাবে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। দুর্লভ সরকারি চাকরির বাজারে ফিসফিস করে চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল; চাকরি আছে, লাগলে বলবেন। জমি, গয়না, লাঙল, বলদ বিক্রি করে শিক্ষিত বেকারেরা উপযুক্ত জায়গায় টাকা পৌঁছে দিয়েছিলেন, ঠিক যে কায়দায় ঘুষ দিয়ে রেলের টিকিট কনফার্ম করা থেকে হাসপাতালের বেড বুকিং সর্বত্রই আমজনতা প্রতিনিয়ত কার্যসিদ্ধি হতে দেখতে অভ্যস্ত। প্রশ্ন হল, শিক্ষকের চাকরি বিক্রয় এবং পূর্বোক্ত দুর্নীতি কি এক গোত্রভুক্ত হতে পারে? শত শত যোগ্য শিক্ষককে পথে বসিয়ে, অযোগ্যদের শিক্ষকতার চাকরি ছিনিয়ে নেওয়া এক ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ। এর অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। এবং এই অপরাধের কুশীলবদের যেখানে ঘৃণ্য অপরাধী হিসাবে কারাগারে পাঠানো উচিত, তাঁদের প্রশ্রয়দাতাদের যখন নৈতিক দায় স্বীকার করা কর্তব্য, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে বিরোধী দল বা বিচারব্যবস্থার দিকে দোষারোপ করতে দেখা গেল প্রশাসনকে। পানীয় জলের লাইন থেকে নিকাশির লাইন আলাদা করাই তো প্রশাসনের দায়িত্ব, চাল থেকে কাঁকর বেছে নিতে তারা এত নিস্পৃহ কেন? দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অগোচরে এত বড় মাপের দুর্নীতি ঘটে যাওয়ার তত্ত্ব মেনে নিতে আজ অনেকেই রাজি নন। তার উপরে শিক্ষা দফতরের প্রধান মুখকে যখন এ নিয়ে সাফাই দিতে দেখা যায় তখন অন্দরের অলীক কুনাট্য চোখ কাড়ে। দক্ষিণ কোরিয়ার স্কুল শিক্ষকদের মাইনে দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশের চাইতে বেশি। এই বেশি মাইনের কারণে ভাল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতার পেশায় আসেন এবং তার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম পায়। স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল হলে এই যে এক প্রজন্মের গণ্ডি ছাপিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার সুফল পৌঁছে যায়, অর্থনীতির ভাষায় একে পজ়িটিভ এক্সটার্নালিটি বা ইতিবাচক অতিক্রিয়া বলা হয়। শিক্ষকদের ইতিবাচক অতিক্রিয়ার মূল্য যদি সরকার ঠিকঠাক দিতে পারে, তা হলে তার সুফল কিন্তু হবে সুদূরপ্রসারী, যুগান্তকারী। কিন্তু বর্তমানে তো এ রাজ্যের শিক্ষকদের ভাগ্যে বরাদ্দ হয়েছে নেতিবাচক অতিক্রিয়া। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে এর কুফল সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চান, অযোগ্য শিক্ষক স্কুল চৌহদ্দির বাইরে থাকুন। যোগ্য শিক্ষক মাথা উঁচু করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

শব্দবাণ-২৭৬

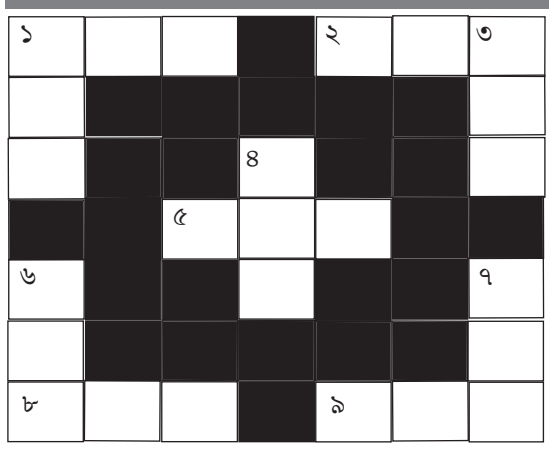

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সূর্য ২. অনর্থক, বাড়তি ৫. বসন্তকাল ৮. চাবুক মারা ৯. প্রকৃতপক্ষে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দিনের শেষ ৩. দেরি না করে ৪. অনস্তিত্ব ৬. ব্যাকুল,উদ্বিগ্ন ৭. বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৫

পাশাপাশি: ১. তপনতাপে ৪. টক্কা ৫. নকশা ৭. রাজীব ৯.সাদা ১১. রসিকেশ্বর।

উপর-নীচ: ১. তপোবন ২. নষ্ট ৩. পেটমারা ৬. শানদার ৮. বরাবর ১০. ফিকে।

জন্মদিন

আজকের দিন

পঙ্কজ উদাস

১৯৫১ *বিশিষ্ট গজল গায়ক পঙ্কজ উদাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যে

দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাও জয়ী হয়েছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

পহেলগাঁওয়ের অহিন্দু সন্ত্রাসীদের নারকীয় হত্যালীলার পর ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সফল অভিযানের মাধ্যমে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ দেশবাসীর পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল,তা অচিরেই ম্লান হয়ে গেল। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি যিনি ইতিমধ্যেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন,তাঁর নাম না করে তাঁকে যেভাবে ১৩ মে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহ এক বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদীদের বোন বলে অভিহিত করেছেন, তা শুধু নিন্দনীয় নয়,দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই অস্বীকার করার সামিল। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি দেশের গর্ব ও অহংকার । তাঁর নেতৃত্বের সৌরভে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । সেক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ্য করে যেভাবে বেফাঁস মন্তব্য করা হয়েছে,তার ফলে তা শুধু তাঁর প্রতিই শুধু কলঙ্ক আরোপ করা হয়নি,দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও কলুষিত করা হয়েছে । ইতিমধ্যে সোস্যাল মিডিয়ায় অন্যদের সঙ্গে কর্নেল সোপিয়া কুরেশিকে নিয়েও কুৎসা-নিন্দা ছড়ানো কথা উঠে এসেছে । তার মধ্যেই একজন মন্ত্রীর মুখে যেভাবে তাঁর গৌরবকে হেয় করে উল্টে তাঁর কৃতিত্বকে রাজনৈতিক স্বার্থে চরিতার্থ করার কথা উঠে এসেছে,ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে তা শুধু দুর্ভাগ্যই নয়,ভয়ঙ্কর প্রবণতাও। আসলে দেশের ধর্মীয় মেরুকরণে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন যত প্রকট হয়ে ওঠে,ততই তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে । সেখানে দেশের ঐক্যের আধারেই অনৈক্যবোধের বিষে আমাদের গর্বের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে অবিরত । ধর্মের উগ্র মূর্তিতে ধর্ম কখনওই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না,তা অন্ধ হয়ে ওঠে,বিদ্বেষের নগ্ন মূর্তিতে মানবিক সত্তাকেই বিপন্ন করে নিরন্তর । সেদিক থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় তার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন । আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ ধর্মীয় বিদ্বেষের সংকীর্ণতাবোধে সর্বজনীন আবেদনক্ষম হতে পারে না।

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের পর্যটন কেন্দ্রে গত মাসের ২২ এপ্রিলে একজন টাট্টুওয়ালা-সহ ২৬ জন নিরীহ নিরস্ত্র পর্যটককে অহিন্দু সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করার ফলে সারাদেশজুড়ে প্রতিবাদ থেকে প্রতিশোধের আবহে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার পাশাপাশি তা নিয়ে অস্বস্তিকর তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । এতে বিশেষ করে বেছে বেছে হিন্দু পুরুষদের গুলি করে হত্যা করাই শুধু নয়,তার বার্তা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাতে পৌঁছায়,সে ব্যবস্থাও সন্ত্রাসীদের মুখে উঠে আসে । সেদিক থেকে সন্ত্রাসীদের হিন্দু নিধনের লক্ষ্যটিই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় । দেশভাগ-উত্তর পরিসরে মূলত হিন্দুদের উপরে বারেবারে স্বদেশে পরবাসী হয়ে প্রাণসংশয়ের শিকার হওয়া থেকে ধনসম্পদ ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার অনিঃশেষ যাত্রা আজও শেষ হয়নি। সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগে ভারতের পূর্ব পশ্চিমের দুটি দেশেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে হিন্দুদের জীবনসংশয়ী মূল্য দিতে হয়েছে নিরন্তর । গত বছর ৫ আগস্টে বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের উত্থানে সে দেশের সরকার পরিবর্তনের ফলে সংখ্যালঘুদের উপরে নৃশংস অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাচন নেমে আসে । তার আগেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা লেগেই থাকত। তারপরেও দেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ ছিল,মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের আমলে তাও আর রইল না। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাই অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে সে দেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে হিন্দু নিধন ও নির্যাতনের ধারা সে দেশে এখনও সমান সচল। অন্যদিকে এ দেশে সাম্প্রতিক কালে ওয়াকফ সংশোধিত আইনের প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে এপ্রিল দ্বিতীয় সপ্তাহে এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদে যেভাবে হিন্দুদের উপরে হামলা থেকে আক্রমণ,হত্যা,লুটতরাজ, ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের আয়োজন চলে,তাতেও দেশভাগের হত্যালীলা থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থীদের ছিন্নমূল মানুষের জীবন্ত ছবি জেগে ওঠে । এখন সেই দুর্ঘটনার দগদগে ঘা শুকায়ননি। ঘরে ফেরেনি অসংখ্য মানুষ। স্বাভাবিক ভাবেই সে আঘাতের ক্ষত সেরে উঠতে না উঠতেই পহেলগাঁওয়ের হিন্দু নিধনে ধর্মীয় বিদ্বেষের নগ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও বিতর্কে ইন্ধন জোগায় । কাশ্মীরে ইতিপূর্বে বেছে বেছে হিন্দুকে হত্যা করার ঘটনা ঘটেনি। সেদিক থেকে সন্ত্রাসীরা যেভাবে ধর্মীয় বিভাজন করে হত্যালীলা চালিয়েছে,তার মধ্যে সন্ত্রাসের ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয় । আর সেই যোগসূত্রেই ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব নিয়ে তুমুল বিতর্ক গণমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে । যেন এই ধর্মনিরপেক্ষতার আধারেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত ও তার প্রতিরোধে তা ঢাল হয়ে মৌলবাদীদেরই প্রশ্রয় দিচ্ছে । অতএব ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে ভারতবিচ্ছিন্ন দুটি দেশই ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ায় এ দেশ হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেও তার ধর্মনিরপেক্ষতা অযৌক্তিক ও দুর্বলতা মনে হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের যুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধীদের যুক্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক অধিকার সগৌরবে উচ্চারিত হয়। যেন যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কথা বলে,তারা আদতে দেশটাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করে তুলতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সাংবিধানিক অধিকারে যেভাবে তার গুণকীর্তনে চোয়াল শক্ত করে তার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ প্রকট হয়ে ওঠে,তাতে ধর্মীয় বিদ্বেষ কমে গিয়ে সম্প্রীতির লক্ষ্যে দেশের গৌরব বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই,উল্টে ভুলবোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করে ও ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সবার প্রিয় নয় । আবার তা শুধু মুখের কথা নয়,সবার মুখেও তা মানায় না। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা সবার মুখে শোভা পায় না।

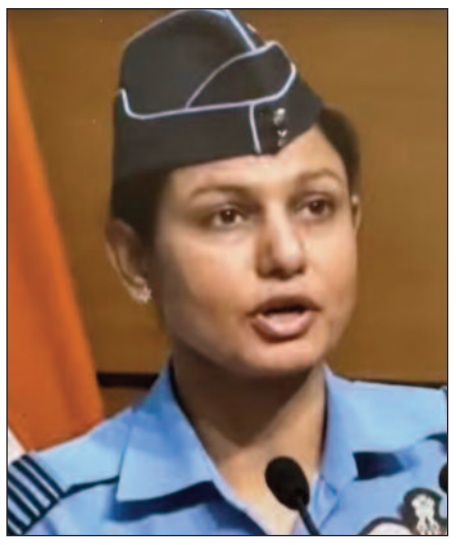

ভারতীয় সংবিধানে দেশের সৌরভ ও গৌরবে ধর্মনিরপেক্ষতার অতুলনীয় ভূমিকা বর্তমান । এটি দেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন । ধর্ম ভেদে দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পরিণতিতে অন্য দেশগুলি যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়ে ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে,সেখানে ভারত তার রক্তক্ষরণের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে দীর্ঘদিন গভীর অধ্যবসায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বৃহত্তর ও মহত্ত্বর আদর্শকে আপন করে নিয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘Secular’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি ছিল না। তার ত্রিশ বছর পরে চল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৬-এ তা গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, তা নিয়ে ১৯৯৪-এ জোরদার বিতর্ক দেখা দিলেও মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার অপরিহার্য গ্রহণযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিতর্কে ইতি টানে। ২০২০তে আবার সুপ্রিম কোর্টে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং যথারীতি তা খারিজ হয়ে যায় । সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি মহৎ আদর্শ । তা পালনের মধ্যেই তার অধিকার বিস্তার লাভ করে । তার অধিকার নিয়ে সোচ্চারে সরব হওয়ার চেয়ে তা লালনে ও পালনে সংযমী সংবেদনশীলতা জরুরি । আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা একপক্ষের বিষয় নয়,সব পক্ষের কর্তব্য। নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে নিজেদের ধর্মীয় বিদ্বেষকে জারি রাখাটা কখনওই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিই ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের বিরুদ্ধেই ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান । মানুষে মানুষে ঐক্যের ধর্ম গড়ে তোলাতেই তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা গলার জোরের বিষয় নয়, মানসিক ভাবে যাপনের আধার । এজন্য তা ছদ্মবেশী সুবিধাবাদীর হাতিয়ার হতে পারে না। মনে প্রাণে বহুত্বের ঐক্যেই তার সৌরভ। আমাদের দেশের বৈচিত্রের ঐক্যের বিশেষত্বেই তার অস্তিত্ব বর্তমান ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ভারততীর্থ’ কবিতাতে দেশের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার সজীব প্রকৃতি জেগে ওঠে । আর্য-অনার্যের মিলনের পথেই তার বিস্তার সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে, ‘শক-হুন-দল পাঠান-মুঘল/ এক দেহে হল লীন।’ সেখানে মহামানবের সাগর তীরে ভারততীর্থে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষ নেই,নেই ধর্মের ঐক্যের আহ্বান । বরং সেক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ঐক্যের ধর্মই রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট ছিল। সেই মিলনের ঐক্যই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও ধর্ম । সেই আদর্শই যখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে,তখন তার বিচ্ছেদভাবনাতেই ধর্মীয় বিদ্বেষের হাতছানি দেখা দেয়। কেননা ভোটরাজনীতিতে ভোটারের মন জয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মীয় সমর্থন পুঁজি হয়ে ওঠে। সেখানে দ্বিচারিতাও সক্রিয়তা লাভ করে । অন্য দেশের ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে নীরব থেকে স্বদেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সোচ্চার হয়ে ওঠা দ্বিচারিতার নামান্তর । শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অধিকারকে ভোটব্যাঙ্কে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যেও তার ব্যবহার বা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ধর্মীয় মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া থেকে তার বিরুদ্ধাচরণে পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করাও সমীচীন নয়। উগ্র প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার সৌরভ নিঃস্ব হয়ে পড়ে । আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মাচরণেরই একটি পবিত্র অধিকার। তা কখনওই ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় না, ধর্মীয় মৌলবাদকেই অস্বীকার করে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের দুর্বলতা নয়,বরং তার বলিষ্ঠতার পরিচয়। সব মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তা দেশের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। দেশবাসীর ধারাবাহিক ঐক্যেই তার পরিচয় । ২২ এপ্রিলের ঘটনার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসদমনে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে যেভাবে সন্ত্রাসীবাদীরা দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষকে পুঁজি করে ঘরেবাইরে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তার করতে চেয়েছিল, ভারতের মজবুত ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যেই তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতায় মানুষে মানুষে মহামিলনের ঐক্যই তার প্রাণশক্তি,তার মহাবল। তা ধারণে,আচরণে; মিলনে,মেলানোতে তার বিস্তার । প্রকাশের উগ্রতায় বা ছদ্মবেশের আড়ালে অথবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এজন্যই তা সবার মুখে বেমানান,অশোভিত।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, শান্তির জন্যে যুদ্ধ চাই

সুবল সরদার

আতঙ্কবাদীরা নিজেরাই আতঙ্কে থাকে। তাই তাদের সবসময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা থাকে। তারা মুখ দেখাতে ভীষণ ভয় পায় যদি জনগণ দেখতে পায়, যদি ধোলাই দেয়। রাতের অন্ধকারে, কখনোবা দিনের বেলায় চোরদের মতো পাকিস্তান থেকে এসে কাশ্মীরে নিরীহ পর্যটকদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। ২২এ এপ্রিল পহেলগাঁও তে যা হয়েছিল আমাদের সকলের জানা, হাড় হিম করা সেই সন্ত্রাসের কথা । ২৭ জন হিন্দুকে বেছে বেছে শুট আউট করে। এক বর্বর জাতির বর্বরতার কথা ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী জেনে যায়। বর্বরতার ধারাবাহিকতার ইতিহাস থেকে তারা বেরোতে পারে না। তারা সভ্যতার অভিশাপ নিয়ে

বেঁচে থাকতে চায়। তাদের না আছে বিজ্ঞান ,না আছে উন্নত চিন্তাধারা । মরুভূমির ডাস্টবিন থেকে তারা বের হতেই চায় না। সারা পৃথিবীতে ঘৃণ্য তারা। ঘৃণ্য জাতি সত্ত্বার সত্ত্বাধিকারী হয়ে, কলঙ্ক নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। তারা কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে। ভালবাসাকে তারা ভালোবাসতে শেখেনি । ঘৃণাকে তারা ভালোবাসে । মাদ্রাসায় তাদের মগজ ধোলাই হয়। এই জেহাদীরা আলো দেখতে ভয় পায়। অসুন্দর কখনো সুন্দরের পূজারী হতে পারে ? তাই তারা মঠ, মন্দির,গ্ স্থাগার, শিল্প-কলা ,সাহিত্য, স্থাপত্য , ভাস্কর্য ধ্বংস করতে ভালোবাসে। মানবতা বিরোধী শত্রুর নাম এই ইসলামিক চেহাদীরা। যারা অশান্তি চায়, তারা কখনও শান্তি চায়? তারা ধর্মের নামে পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলছে। তাই ভারত সরকার সঠিক কাজ করেছে । পাকিস্তানকে দুরমুশ করে দিয়েছে। সারা পাকিস্তান আজ কলমা পড়ছে। তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, শান্তির জন্যে এমন যুদ্ধ বারবার চাই। পাকিস্তান তো টাইট হলো কিন্তু যারা ভারতের ভিতরে থেকে পাকিস্তানের সাপোর্ট করছে তাদের কি হবে? বিশেষ করে সিপিএমদের, যারা পাকিস্তানের স্লিপার সেল হয়ে কাজ করছে? তারা সর্বদা ভারত বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে । এই জেহাদীরা সর্বদা ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। তারা নিজ ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, তারা অন্যের ধর্মকে আঘাত করতে সদা ব্যস্ত থাকে। নিজেদের বিশ্বাস নিজেদের নয়, নিজেদের বিশ্বাস অন্যের উপর জোরপূর্বক চাপাতে চায় । তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন- যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাসবাদ থাকবে । মসজিদে বসে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করে। পবিত্র স্থান অপবিত্র করে আল্লার নামে। ভারতে হিন্দু, মুসলিম দু'টো পৃথক জাতিসত্ত্বা কখনো এক। ছিল না, কখনো এক থাকতে পারেনা। তাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়। এখন হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণে নির্বাচন হচ্ছে তবুও সেকুলারিজমের মুখোশ পরে থাকে নেতা নেত্রীরা । এই মেকি, ফেক সেকুলারিজমের কখনো ভারতের গনতন্ত্রকে হিতসাধান করতে পারে না। আগুন নিয়ে খেলে দেশে আগুন লাগে, এখন যেমন মালদহে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যাচ্ছে । এমন ভ্রান্ত তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে না থেকে এই ফ্রড সেকুলারিজম সংবিধান থেকে তুলে দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে হাঁটতে হবে,তবে দেশ বাঁচবে, দেশের মঙ্গল হবে।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে আসানসোল জেলে অভিনব উদ্যোগ

চার বিচারাধীন ও এক সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সঙ্গে দেখা পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসকে সামনে রেখে শুক্রবার আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগার বা স্পেশাল কারেকশনাল হোমে এক অভিনব উদ্যোগ বা মানবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আসানসোল জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাহায্যে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি এই মানবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন আসানসোল জেলে থাকা চারজন বিচারাধীন বন্দি এবং একজন দোষীসাব্যস্ত বন্দিকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের তরফে আসানসোলের এসডিও বা মহকুমাশাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সচিব আম্রপালী চক্রবর্তীর সঙ্গে জেল সুপার চন্দ্রেয়ী হাইত উপস্থিত ছিলেন। তাদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত নিয়ম মেনে এই পাঁচজন বন্দিকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করানো হয়।

এই প্রসঙ্গে আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর), জেল সুপার ও ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সচিব বলেন, 'এদিন আমরা জেলের যা ছবি দেখলাম, তা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ। আমরা আইন মেনে কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও, আজ এখানে যা দেখলাম তা যে কারোর চোখে জল আনার জন্য যথেষ্ট।' সব থেকে উল্লেখ্য বিষয় প্রায় চার বছর পরে ছোট মেয়ে তার বাবার খুনে অভিযুক্ত হওয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করছে। দীর্ঘদিন পর সে তার ঠাকুমার সঙ্গে বাবার খুনে অভিযুক্ত জেলবন্দি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মৃত ছেলের অভিযুক্ত স্ত্রীর সঙ্গে তাদের সন্তানকে দেখা করাতে নিয়ে এলেন ঠাকুমা।

প্রায় চার বছর পরে ছোট মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করছে। তার মা এই জেলে রয়েছে। সে তার ঠাকুমার সঙ্গে এসেছে। নাতনির সঙ্গে তিনি নিজের পুত্রবধূকে দেখলেন। একইভাবে এক বাবা তার ছেলের সঙ্গে দেখা করলেন। এক মা তার ছেলের সঙ্গে দেখা করলেন। ছেলেও তার বাবা বা মাকে দেখা করার পর আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করেছিল। প্রশাসনের আধিকারিকরা বলেন, জেল বা কারাগার, যাকে বর্তমানে সংশোধনাগার বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল পরিস্থিতি বা অন্য কোনও কারণে যদি কেউ অপরাধের পথ বেছে নেয়, তবে তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

বিক্ষোভ আন্দোলন এবং ডেপুটেশন বিদ্যুৎ দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শহর বর্ধমানের নতুনগঞ্জ ৪নং সেক্টর বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ১৯ নম্বর ওয়ার্ড ২১ নম্বর ওয়ার্ড ও ২২ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে সিআইটিইউ এবং বস্তি উচ্ছেদ ইউনিয়ন সমিতির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ আন্দোলন এবং ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তর অফিসে।

তাদের মূল দাবি হচ্ছে, যে ভাবে সাধারণ মানুষদের বাড়িতে গিয়ে অনুমতি ছাড়াই স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে তা কোনও ভাবেই বসানো যাবে না, যদি কোনও সাধারণ মানুষ মনে করে স্মার্ট মিটার লাগাবো না তাহলে এইভাবে জোর করে লাগানো উচিত নয় বলে দাবি করছেন তাঁরা। স্মার্ট মিটার বসানো যেতেই পারে কিন্তু সেই দোকানদার বা বাড়িতে সকলের সম্মতি থাকলেই তবেই বসানো উচিত বলে মনে করছেন তাঁরা। মানুষকে তারা সচেতন করতে এই বার্তা দেন সকলের উদ্দ্যেশ্যে। তাই তারা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে মাইক লাগিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করেন এবং ডেপুটেশন জমা করেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, 'সিআইটিইউ এবং বস্তি উচ্ছেদ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কি বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন জমা করা হচ্ছে কেনই বা তারা আন্দোলন করছেন তারা সে বিষয়ে কিছু জানেন না এবং এই সংগঠন আসছে সেটাও আমাদের জানা ছিল না। আমরা পুলিশকে দেখে জানতে পেরেছি কিছু একটা কর্মসূচি রয়েছে, বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা।' যে ভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সাধারণ মানুষদের ঘাড়ে জোর করে এই স্মার্ট মিটার লাগাচ্ছে তাতে আগামী দিন মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হবে, তাই এই সমস্ত দাবি নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনের সামিল হন বস্তি উচ্ছেদ ইউনিয়ন এবং সিআইটিইউয়ের সকল সদস্য।

জলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তীব্র দাবদাহ জেলাজুড়ে, তার মধ্যেই পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া-১ ব্লকের আঁচুড়ি গ্রামে। এই অবস্থায় পানীয় জল সমস্যা সমাধানে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কের ওপর আঁচুড়িতে বালতি হাতে পথ অবরোধ করলেন ওই এলাকার মানুষ। দিনের ব্যস্ততম সময়ে এই অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বেশ কিছু যাত্রী ও পণ্যবাহি যানবাহন। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী, আসেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উপস্থিত জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র সুশান্ত মাজি বলেন, পাইপ লাইনে সমস্যা রয়েছে, কাজ চলছে। তবে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য পেয়ে ডানকুনির মনোহরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ সাহাদাত হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে। হাবরার পর এবার হুগলির ডানকুনি। ডানকুনি থেকে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি। শুক্রবার তাঁকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা সাহাদত হোসেন ২০২০ সালে ভারতে আসেন টুরিস্ট ভিসায়। কিন্তু সেই ভিসার মেয়াদ ছিল তিন মাস। কিন্তু, তিন মাসের সময়সীমা পার হওয়ার পরেও তিনি ভারতে থেকে যান। ডানকুনির মনোহরপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত সাহাদাত। এলাকায় পরিচিতিও গড়ে তুলেছিলেন সাহাদাত। কিন্তু, তিনি যে এতদিন অবৈধভাবে ভারতে থাকছিলেন তা জানতে পেরে হতবাক এলাকার লোকজনও। বেআইনি ভাবে ভারতে বসবাসের স্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর পার্সপোর্ট।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজি অফিস: ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং: ০৩৩ ৩০৬২ ১৫২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ২৮ মে, ২০২৫ তারিখ বুধবার ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০ -তে অবস্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে কোম্পানির ৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ মে, ২০২৫

LOKENATH BED COLLEGE

North 24 Pgs invites application for 4 Asst. Professor in English, Life Sc., Physical Sc., Health & Physical Education.

(Qualification: PG, M.Ed., NET/ SET).

Apply within 7 days, send your application with CV to Email- **helpdesklokenath@gmail.com**

বিজ্ঞপ্তি

রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সেবা সমবায় সমিতি লিমিটেড

অত্র সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা ১৯মে ২০২৫ তারিখ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে। বিশদে জানতে সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস
ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ইমেল: sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে এই সংবাদপত্রে ২৯.০৪.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি.** এর অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণে **ক্রম নং ২-** অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা কর্তৃক অনিবার্য কারণে প্রত্যাহার করা হল। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সম্পত্তি এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI **এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)**
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩,
ই-মেল - sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৩.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জয় মন্ডল পিতা নীলমাধব মন্ডল** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৩২,৪৬৮.৫১ টাকা (বাইশ লাখ বত্রিশ হাজার চারশ আটষট্টি টাকা এবং একান্ন পয়সা) ১০.০৩.২০২৫ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫ মে ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২২,৩২,৪৬৮.৫১ টাকা (বাইশ লাখ বত্রিশ হাজার চারশ আটষট্টি টাকা এবং একান্ন পয়সা) ১০.০৩.২০২৫ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সঞ্জয় মন্ডল
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা জমি অবস্থিত মৌজা : ঘাসিয়ারা, জেএল নং ২৩, আরএস খতিয়ান নং ২৬২, এলআর খতিয়ান নং ১২৪, আরএস দাগ নং ৯০৭,এলআর দাগ নং ৯৪০, হোল্ডিং নং ১৫৪৩, ঘাসিয়ারা পূর্ব পাড়া, পো এবং থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫০, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তর : আরএস দাগ নং ৯০৪, **দক্ষিণে :** সাধারণ স্থান, **পূর্বে :** বর্তমান দাগের জমি, **পশ্চিমে :** বর্তমান দাগের জমি।

তারিখ - ১৫.০৫.২০২৫
স্থান - বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
সিআইএন - L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ইমেল: investors@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ কোটি -তে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৭২.৯৯	১৪৭.৩১	২৪.৮৭	৫৭৫.৪৬	২৫.৮৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৬৫.৮৯	৪৮.১২	(৩১.৪৫)	১৯৪.৪৭	(৪৭.৩৪)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৬৫.৮৯	৪৮.১১	(৩৬.২৪)	১৯৪.৪৭	(১৫২.৬৮)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮.২৭	৪১.৫৬	(৫৮.৫৭)	১৫৪.৭৪	(১২০.৯৬)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	৪৮.১৩	৪১.৫০	(৫৮.৮২)	১৫৪.৪১	(১২১.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-)	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২৩৫.৪৮	৬৫.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/-)					
	(ক) মৌলিক (₹)	১১.৪৪	৯.৮৫	(১৩.৫৩)	৩৬.৬৬	(২৯.৯৯)
	(খ) মিশ্রিত (₹)	১১.২৫	৯.৭৩	(১৩.৫৩)	৩৬.১৭	(২৯.৯৯)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সোহন লাল আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ মে, ২০২৫

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৮,০৭৪.৩৪	২৯,৫০০.৪৯	১১৮,৮০৭.১৪	১০১,৮২৮.৩৮
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৮৩৯.৫১	২,৩৫৬.০০	৯,৭৩৭.৫৩	৭,৮২৩.৫৭
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৪২৩.৫৫	১,৬১৮.৮৬	৮,০০৬.৮৩	৫,৭৮৪.৩৯
৪ বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,২৭৫.০৭	৮৬৮.৩০	৭,৪৬৫.৫৭	৪,৩৭৫.২০
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির	১২,৬৩৬.৪৬	৫,৮১৭.২০	১২,৬৩৬.৪৬	৫,৮১৭.২০
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)				
৭ শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)*				
- মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৯৩*	১.৩৯*	৬.৫৫	৪.৯৭

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৬,৮৯৬.৫১	২৯,৪০৯.৮১	১১৫,৯২৬.৪৯	৯৯,৬১৪.৬৮
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,৬৪৯.৮৫	২,৫৪২.৭৮	১১,৫৯৪.৮২	৮,১৯১.৯০
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৭৪৬.৫৯	১,৮৭৫.০১	৮,৮৫২.১৬	৬,০৭৪.২৭
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,৭২৭.৮৯	১,৮৫৪.৭৮	৮,৮৩৩.৪৬	৬,০৫৪.০৪

২ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখেব সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।

৩ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ @ ১০% চূড়ান্ত লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ₹ ১.০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, যা আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের শর্তাধীন। কোম্পানি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ২০% অর্থাৎ ₹ ২.০০ প্রতি ইকুইটি শেয়ার হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রদান করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ সহ মোট লভ্যাংশ হল প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ₹ ৩.০০, যা প্রতি শেয়ারের মুখ্য মূল্য ₹ ১০।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001341
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৬ মে, ২০২৫

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫
Ref. No. [illegible]
২৯.০৪.২০২৫

স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	দাস গোল্ড প্রা লি ডিরেক্টর -প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস এবং শ্রীমতি পম্পা দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০১২। ইমেল আইডি : dasgold7@gmail.com মোবাইল নং : ৯৭৯৫৬৮১১১১	২.	শ্রীমতি পম্পা দাস স্বামী প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস (আরও, জামিনদাতা প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস এর আইনি উত্তরাধিকারী), ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, একতলা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০১২। আরও ঠিকানা : ৯৬/১ দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাজপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। ইমেল আইডি : dasgold7@gmail.com। মোবাইল নং : ৯৭৯৫৬৮১১১১।
৩.	শ্রী প্রিয়জিৎ দাস পিতা প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস (জামিনদাতা প্রয়াত প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) (ঋণগ্রহীতা ২), ৯৬/১ দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাজপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। ইমেল আইডি : dasgold7@gmail.com। মোবাইল নং : ৯৭৯৫৬৮১১১১।	৪	শ্রীমতি কল্যাণী দাস স্বামী শ্রী সুরেন দাস (জামিনদাতা প্রয়াত প্রসেনজিৎ দাসের উত্তরাধিকারী), ৯৬/১ দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাজপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। ইমেল আইডি : dasgold7@gmail.com। মোবাইল নং : ৯৭৯৫৬৮১১১১।

(পরবর্তীতে একত্রে ''ঋণগ্রহীতাগণ'' হিসেবে উল্লিখিত)

মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং রুলস অধীনে নোটিশ

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (''এএফএল''), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে মঞ্জুর করা মেয়াদী ঋণ আরও বিশেষভাবে এখানে তফসিল এ-তে বর্ণনা করা হয়েছে, মোট আইএনআর ২,৫০,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা) ('ঋণ সুবিধা') সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সারফেসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) এর অধীনে তফসিল এ-তে বর্ণিত উপরোক্ত নিরাপত্তা একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে জামিন সুরক্ষা দাখিল করেছে।
২. যেহেতু ঋণগ্রহীতারা আপনার সমান মাসিক কিস্তি (এমআইএস) পরিশোধের জন্য ক্রমাগত দাখিল খেলাপ করেছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (''এনপিএ'') কার্যকর **১০.০৩.২০২৫** তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রহীতাকে তা জানানোও হয়েছে।
৩. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল দ্বারা আপনাকে জানানো হয়েছিল **০৭.১১.২০২৪** তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে যার রেফারেন্স নং AFL/NPA/CO/MAR-25/4109 ঋণ সুবিধার জন্য।
৪. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ ক্রেডিটর আর্থিক সম্পদ এবং এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এতদ্বারা আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবং পৃথকভাবে সিকিউরড ক্রেডিটরের প্রতি বকেয়া পরিমাণ/সমষ্টি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আইএনআর **২,৫৪,০২,৪৬৪/- (দুই কোটি চুয়ান্ন লাখ দুই হাজার চারশ চৌষট্টি টাকা) ১০.০৪.২০২৫** অনুযায়ী পর্যন্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ সহ এখানে **তফসিল বি**-তে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, **সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে এই তারিখ থেকে** ঋণ পরিশোধে সুরক্ষিত এখানে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার কাছে উপলব্ধ নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পাওনাদারকে বাধ্য করা হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
   ক তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিতে হবে, যার মধ্যে এটি আদায় করার জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে;
   খ. ধারা ১৩(৪)(বি) এর শর্তাবলীতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার সহ আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন সারফেসি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী।
   গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে;
   ঘ যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি আপনার কাছ থেকে যে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে কোনো টাকা বকেয়া আছে বা আপনার কাছে বকেয়া হতে পারে, তাকে এএফএল কে প্রদান করতে হবে, তাই অর্থের বেশিরভাগই সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট
৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিল এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে) হস্তান্তর করা হবে না। সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধানগুলিতে আপনার মনোযোগ আমন্ত্রিত।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এএফএল এর ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় বহন করবে এবং আনুষঙ্গিক সেইগুলি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই সংবিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যেটি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা এবং/অথবা চুক্তি বা উভয় অনুযায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত

অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল ক
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

ইউনিট নং এন, একতলা, ইম্যাক্স ইম্পেরিয়াল নং ১০১/৫, নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ২৬ কাঠা ৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১০১/৫, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পো : ধর্মতলা, থানা : তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩, পরিমাণ ২৩০০ বর্গ ফুট, **প্লট/ভবনের চৌহদ্দি :** পূর্বে : ১০১-সি, এসএন ব্যানার্জি রোড, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ, উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৪, ৪৭ এবং ৪৮, ইন্ডিয়ান মিরর, দক্ষিণে : এস এন ব্যানার্জি রোড।

তপশিল খ
১০ এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
বন্ধকদত্ত ঋণ ("ক্রেডিট সুবিধা-১")	০৪৫৬এমএমএ০০০১২১৪৬	২,৫০,০০,০০০	২,৪২,৪৭,২৪৫	১১,০৩,৬৭০	৫১,৫৪৯	২,৫৪,০২,৪৬৪
মোট বকেয়া						২,৫৪,০২,৪৬৪

দ্রষ্টব্য :- মূল বকেয়া পরিমাণে ১১.২০ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ এবং মঞ্জুরীকৃত নিয়ম অধীনে বকেয়া সুদ ধার্য।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI **এসবিআই সোদপুর শাখা (০১৭৯৬)**
সোদপুর স্টেশন রোড, ২ দেশবন্ধু নগর,
জেলা : ২৪ পরগনা (উঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১১০

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই সোদপুর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২২.০৫.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারট	গ্রস ওজন ১০.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ৯.৫০০ গ্রাম	১টি নেকলেস ১টি হাতের আংটি ৬টি পাশা

তারিখ: ১৭.০৫.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
রেজি. অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং-৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
ই-মেল : jayshreenirmanlimited@gmail.com| ফোন : ০৩৩-২২৪৮৮১৪৯
CIN -L4520WB1992PLC054157

বিজ্ঞপ্তি
৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **মঙ্গলবার, ১০ জুন, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়্যাল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সেবি কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে বাতিল করা হয়েছে এবং এজিএমের নোটিশের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে এজিএমের নোটিশ এবং লগইন বিশদ ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানে অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী সভার নোটিশে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। এজিএমের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jayshreenirman.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে, সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে :

ক) কোম্পানি ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং ৭ জুন, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং সোমবার ৯ জুন, ২০২৫ বিকাল ৫টায় শেষ হবে।
গ) ই-ভোটিং এর জন্য শেষ তারিখ মঙ্গলবার, ৩ জুন, ২০২৫।
ঘ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগদানের যোগ্য হবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। ভোটদানের পর, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
ঙ) যদি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কোন ভোট প্রদান করা হয় এবং যদি একই শেয়ারহোল্ডাররা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রদত্ত ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে কারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতি শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ।
চ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসি/ওএভিএম মোডে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন।
ছ) আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, নিয়মাবলী সহ পঠিত, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (সিপি নং ১৪০২৩) শ্রীমতী কৃতি দাগাকে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
জ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় পাঠাতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ ইমেল পাঠাতে পারেন। সদস্যরা **jayshreenirmanlimited@gmail.com**-এও কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
সৌরভ ব্যানার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ১৬.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

নৈটি অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা-৭৯/এইচ.জি. তারিখঃ১৩/১২/২০১৭
গ্রাম-আদান, পোঃ-চিকরন্ড, জেলা-হুগলী,৭১২৩০৪

পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৫
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ-এর আদেশনামা নং ৫০৫ তারিখ-০৭/০৫/২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে,আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, নৈটি অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ -এর সমস্ত সদস্য কে জানাচ্ছি যে, আগামী ইংরাজি ০৮/০৬/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১ টায় সমিতির কার্য্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্বাচন সূচী, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
স্বাঃ/-
(কেয়া আচার্য্য)
সমবায় পরিদর্শক
চন্ডীতলা-২ উন্নয়ন ব্লক

আলোচ্যসূচি : পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ : ১৭/০৫/২০২৫
স্থান : আদান,নৈটি,হুগলী

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯,তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ(সংরক্ষিত) -১,মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।
২. নির্বাচন সূচীঃ-

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৬/০৫/২০২৫ (মঙ্গলবার) (ইতিপূর্বে প্রকাশিত)	সমিতির কার্য্যালয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।	দুপুর ৩ টা
২	মনোনয়নপত্র বিতরণ	২৪/০৫/২০২৫ (শনিবার) ও ২৬/০৫/২০২৫ (সোমবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৩	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৪/০৫/২০২৫ (শনিবার) ও ২৬/০৫/২০২৫ (সোমবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৮/০৫/২০২৫ (বুধবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৮/০৫/২০২৫ (বুধবার)	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৯/০৫/২০২৫ (বৃহস্পতিবার) বিকাল তিনটার পূর্বে	সমিতির কার্য্যালয়	২৯/০৫/২০২৫ (বৃহস্পতিবার) বিকাল তিনটার পূর্বে
৭	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৯/০৫/২০২৫ (বৃহস্পতিবার)	সমিতির কার্য্যালয়	২৯/০৫/২০২৫ (বৃহস্পতিবার)বিকাল তিনটার পর
৮	নির্বাচনের তারিখ,স্থান ও সময় (যদি ভোট হয়)	০৮/০৬/২০২৫ (রবিবার)	আদান প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৯	ভোট গণনা (যদি ভোট হয়)	০৮/০৬/২০২৫ (রবিবার)	আদান প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর
১০	ভোটের ফল প্রকাশ (যদি ভোট হয়)	০৮/০৬/২০২৫ (রবিবার)	আদান প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না।এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৮. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৯. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ/-
(রাজু ঘোষ ও কেয়া আচার্য্য)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
নৈটি অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
তারিখঃ ১৭/০৫/২০২৫
স্থানঃ আদান,নৈটি,হুগলী

বালি খাদের কারণে গ্রামীণ রাস্তা বেহাল হওয়ায় প্রশাসনের দ্বারস্থ পুরশুড়ার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হঠাৎ বালি খাদে হানা বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের। মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে বালি তোলার ফলে নদীবাঁধের রাস্তা ও গ্রামের রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ পেয়েই পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বালি খাদে হানা দেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামের মানুষের স্বার্থে নদী বাঁচাতে এবং নদী বাঁধের রাস্তা বাঁচাতে বিধায়ক মহকুমা শাসক ও সেচ দপ্তরে অভিযোগ জানান। জানা গেছে, পুরশুড়ার বড় দিগরুই ঘাট এলাকায় মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে বালি তোলার কাজ চলছিল। শুক্রবার মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছিল। আর সেই খবর পাওয়া মাত্রই পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হন। তাঁর অভিযোগ, নদী থেকে বালি তোলার অনুমতি ডিএমের কাছ থেকে নেওয়া হলেও যেখান থেকে ও যতটা এলাকা পর্যন্ত বালি তোলার অনুমতি ছিল তার বাইরে থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা হচ্ছে। এতে সরকারকে ঠকানো হচ্ছে ও লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। সরকারের কোষাগারে পড়ছে না কোনও রাজস্ব। এর পাশাপাশি বিমানের অভিযোগ, যে রাস্তা দিয়ে বড় বড় লরিগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ। এতে করে বর্ষার আগেই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ও নদীর জল বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ওনারা আমাকে দেখাতে পারেননি কিছুই। এই রাস্তা দিয়ে লরি যাওয়ার অনুমতি রয়েছে কিনা দেখাক আমায়। আমি এদের বিরুদ্ধেই বিডিও এর কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি। একটা অনুমতি নিয়ে একাধিক কাজ করে নেবেন সেটা তো হবে না। এই অন্যায় আর বরদাস্ত করা হবে না। অপরদিকে এই বিষয়ে ওই এলাকার এক তৃণমূল নেতা বলেন, সরকার অনুমতি দিয়েছেন। সেই অনুমতি অনুযায়ী সব আইন মেনেই কাজ হচ্ছে। কোনও বেআইনি কাজ হয়নি। তাহলে উনি আমাদের গ্রেপ্তার করাক। সবমিলিয়ে পুরশুড়া বিধানসভার দুইটি বালি খাদ হরিণখোলা ও দিগরুইঘাটের বেআইনি কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিধায়ক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিন্দুর অপারেশন উঠে এল খুদেদের ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিন্দুর অপারেশন উঠে এল খুদেদের ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকে একদল নার্সারি স্তরের পড়ুয়ারা ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতায় সিন্দুর অপারেশনের মহড়া করে দেখালেন। যা দেখে রীতিমতো হাততালি থেকে শুরু করে হৈ হৈ পড়ে গেল পুরাতন মালদায়। শুক্রবার ছিল পুরাতন মালদা পুরসভার সহযোগিতা নিয়ে একটি লোকসংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল অনুষ্ঠান এবং ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট পুরসভার ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিযোগীদের নিয়েই মূলত এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। সেখানেই কেউ সেজেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। আবার কেউ সেজে ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শ্রীকৃষ্ণ। একের পর এক ভঙ্গিমায় ছদ্মবেশী সাজে বিভিন্ন কলাকৌশল দেখাতে শুরু করে প্রতিযোগীরা। তার মধ্যেই পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে সিন্দুর অপারেশন একটি মুহূর্ত ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতায় করে দেখালেন। তার সঙ্গে অভিনয় করে দেখানো হল সন্ত্রাসী হামলায় শোকস্তব্ধ একটি পরিবারকে। খুদে শিশুদের এমন প্রচেষ্টা দেখে রীতিমতো স্যালুট জানান পুরাতন মালদার পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ, শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিন পুরাতন মালদার পুরসভার ২, ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় মঞ্চ করা হয় এবং বিচারক মণ্ডলীরা সকল ছদ্মবেশ ধারণ প্রতিযোগীদের অভিনয় এবং সামাজিক কি বার্তা দিতে চেয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে বিচার করেন। অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য দেখানো হয় ছদ্মবেশী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, মালদা জেলায় লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল গম্ভীরা। কবে থেকে এই উৎসব চালু হয়েছে কেউ বলতে পারবেন না। গম্ভীরার অর্থই হল মহাকাল বা শিবের আরাধনা। পৌরাণিক কাল থেকেই এই সংস্কৃতি মালদা জেলায় চলে আসছে। পরম্পরাগতভাবে সেই সংস্কৃতি এখনও বিদ্যমান। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে আমরা নানা অর্থাৎ শিবের কাছে গোটা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করি।

হামলার আশঙ্কায় ফারাক্কা ব্যারেজের উপর লাল সতর্কতা জারি, হল মকড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ফরাক্কা-ভারত পাক যুদ্ধ আবহে ফরাক্কা ব্যারেজের উপর লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাকিস্তান ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর যেকোনও সময় আঘাত হানতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যারেজে যেকোনও হামলা প্রতিহত করতে শুক্রবার দুপুর থেকে মক ড্রিল শুরু করা হয়। ব্যারেজের নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যারেজ সুরক্ষায় মক ড্রিলের মাধ্যমে এক প্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফারাক্কা ব্যারেজের কমান্ডার মুকেশ কুমার বলেন, ফারাক্কা ব্যারেজের উপর হামলা হতে পারে। এই আশঙ্কায় জওয়ানদের মক ড্রিল করানো হল। কোথাও কোনও ত্রুটি রয়েছে কিনা জওয়ানদের সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। যেকোনও পরিস্থিতিতে জওয়ানরা ব্যারেজ রক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে।

অপারেশন সিন্দুর এখনও শেষ হয়নি। আপাতত দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি চলছে। ভারতীয় সেনা বাহিনী আপাতত উপত্যকায় চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করে নিকেশ করছে। গত দু'দিনে ছয়জন জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনা জওয়ানরা। কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কা পাকিস্তান যেকোনও সময়ে যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন করতে পারে। আর জন্য প্রস্তুত ভারত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু মাত্র সীমান্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল নয়। দেশের অভ্যন্তরের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। জঙ্গিদের নিশানায় রয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজ। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম এবং একমাত্র যোগাযোগের যোগসূত্র এই ব্যারেজ। সেই ব্যারেজের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনা মোকাবিলায় শুক্রবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্যারেজের উপর বিএসএফ, সিআইএসএফ, রাজ্য পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

ফুরফুরায় সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার ফুরফুরা শরিফে পীর বড় হুজুরের স্মরণে শিক্ষা মূলক একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পীর দাদা হুজুরের পূর্ণ কামালিয়াতের অধিকারি পীর বড় হজুরের সমগ্র জীবনের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন ফুরফুরার প্রায় কুড়িজন পীরসাহেব। উদ্যোক্তা ছিলেন পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী। ছিলেন সমাজের শিক্ষাবিদ, গুনীজন সহ বিশিষ্ট বক্তিরা। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সম্প্রীতি বা ঐক্যের মহান নেতা। পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীর সৈয়দ আমজাদ হোসেন, মাওলানা আবু সালেহ রেজওয়ানুল করিম, পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন পীরসাহেব এর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারত চীন যুদ্ধের সময় তিনি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার দান করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ড. রফিকুল ইসলাম পীরজাদা হোজায়ফা সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, আলি ইউসুফ সামবিল, পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা কোহাফা সিদ্দিকী সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

বিকাশ ভবনের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিকাশ ভবনে আন্দোলনরত যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে শুক্রবার মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ডিওয়াইও এবং ডিএসও। সংগঠন দুটির অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভে অমানবিকভাবে পুলিশ যেভাবে লাঠি চালিয়েছে তাতে কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিক্ষিকাদের জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। চোখে আঘাত করা হয়েছে, কারো পা ভেঙে দিয়েছে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এধরনের ঘটনা একেবারেই নিন্দনীয়। এই নক্কারজনক ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও- র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। এদিন মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্র মূর্তির সামনে থেকে বিদ্যাসাগর মূর্তি পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলে ছিলেন ডিএসও-র রাজ্য কমিটির সিদ্ধার্থ ঘাটা এবং যুব সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য শীর্ষেন্দু শাসমল। মিছিলে শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। যোগ্য শিক্ষকদের অবিলম্বে সসম্মানে স্কুলে ফেরানোর দাবি জানানো হয়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে তা প্রতিরোধ করতে সর্বস্তরের ছাত্র যুবক ও সাধারণ মানুষকে গণআন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানানো হয়। বিকাশ ভবনের গোটা ঘটনাকে ধিক্কার জানানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে আগামী ১৯ মে এআইডিএসও সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

বাইক থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের সেলিমাবাদ সিবি গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় বাইক থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার আনুমানিক দুপুর বারোটা নাগাদ।মৃত ব্যক্তির নাম টোটন মল্লিক। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের কামালপুরের বাসিন্দা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জামালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার সময় রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নীচে পড়ে যায়। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয়রা জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে বলে মৃত ঘোষণা করে।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ জাহির জানিয়েছেন, ঘটনার সময় চায়ের দোকানে তিনি বসেছিলেন তারপর এক বিকট শব্দ শুনে তিনি ও তার সঙ্গে অনেকেই ছুটে গিয়ে দেখেন বাইক নিয়ে এক ব্যক্তি খালের ওপরে পড়ে রয়েছেন। তারপর সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে জামালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ওই ব্যক্তির মৃত্যুতে মৃতের পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মদের দোকান খোলার প্রতিবাদ, বিক্ষোভে শতাধিক গ্রামবাসী, জেলাশাসকের দপ্তরে অভিযোগ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকায় মদের দোকান খোলার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার মদনামতি গ্রাম পঞ্চায়েতের নালাগোলা এলাকায়। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলেও, পরবর্তীতে বিক্ষোভকারী মহিলারা বিকেলে মালদায় এসে জেলাশাসকের দপ্তরে গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আরও একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, নালাগোলা সংলগ্ন উত্তর নয়াপাড়া এলাকায় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশেই মদের দোকান খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই দোকানের পাশেই রয়েছে একটি পুকুর। যেখানে গ্রামের মহিলারা স্নান করেন এবং বাড়ির নানান কাজে ব্যবহার করেন। আর সেখানে যদি মদের দোকান চালু হয়, তাহলে মদ্যপদের অত্যাচার ক্রমাগত বাড়বে। সন্ধ্যার পর হয়তো মদ্যপদের অত্যাচারের বাড়ির বাইরে বেরানো যাবে না। এলাকার পরিবেশ খারাপ হবে। এইসব বিষয় নিয়েই এদিন রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। পরে জেলাশাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আবগারি দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থায়ী নিকাশির দাবিতে টোল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বর্ষা হলেই কাঁকসার রাজবাঁধ বাস স্ট্যান্ডের সামনে জল জমে সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। এতটাই জল জমে যায় যে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে হয়। জাতীয় সড়কের নিকাশী ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকায় এই সমস্যা। সামনেই বর্ষা, তাই বর্ষার আগে যাতে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক হয় তাই শুক্রবার কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার আধিকারিকদের কাছে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করার দাবি জানান রাজবাঁধ এলাকার বাসিন্দারা।

এদিন এলাকার মানুষ লিখিত ভাবে তারা তাদের দাবি কর্তৃপক্ষকে জানায়। তাদের অভিযোগ, গত বছর যে ভাবে সার্ভিস রোডের বেহাল দশা ও বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে তাদের বিপাকে পড়তে হয়েছিল। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে এলাকার মানুষদের অনেকের হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। ঠিক এই বছর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার আগে ভাগেই এলাকার মানুষ টোল প্লাজার অধিকারিককে বিষয়টি জানান।

তাঁরা বলেন, রাজ্যের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদারের তৎপরতায় ও নির্দেশে কাঁকসা ব্লকের ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে ভাবে রাস্তার সমস্যা মিটেছিল ঠিক সেইভাবেই এই বছর বাকি সমস্যার সমাধান হলে অনেক মানুষের উপকার হবে। টোল প্লাজার আধিকারিক সৈকত কর জানিয়েছেন, রাস্তার সমস্যা মেটানো হয়েছে। কিন্তু নিকাশিনালার বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুমতিপত্র এখনও আসেনি। দুটোই এসে গেলে তাঁরা তাঁদের কাজ শুরু করে দেবেন।

বিশ্ব ডেঙ্গু দিবসে ১৮ স্বাস্থ্যকর্মীকে পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিশ্ব ডেঙ্গু দিবসে ১৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৬ মে বিশ্ব ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয় আসানসোল পুরনিগমে। এই উপলক্ষে আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে ২০২৩ সালে ভালো কাজ করার জন্য ১৮ জনকে সম্মানিত করলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, কমিশনার রাজু মিশ্র।

মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, ২০২৩ সালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অনেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেইসময় আসানসোল পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মী ও আধিকারিকদের চেষ্টায় ডেঙ্গুর প্রকোপ কমে এবং গত বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রায় ছিল না তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এই বছর ডেঙ্গু আক্রান্তর সংখ্যা জিরো হয়। ২০২৩ সালে ডেঙ্গু সচেতনতার ভালো কাজ করার জন্য ১৮ জন স্বাস্থ কর্মীকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছে। কমিশনার রাজু মিশ্র জানান, ২০২৩ সালে আসানসোল পুরনিগমের ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই সময় আসানসোল পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য দপ্তরের চেষ্টায় ডেঙ্গুর প্রকোপ কম করা গিয়েছিল ২০২৪ সালে সেই রকম কোনও ঘটনা সামনে আসেনি।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মামারবাড়িতে বেড়াতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হল বছর ২০ এর যুবতীর। মৃতের নাম মেহরীন শাবুদ্দিন খান। সাঁতার না জানার ফলে মৃত্যু না এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর গ্রামে।

মুম্বই থেকে মামারবাড়ি বেড়াতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হল যুবতীর। মুম্বইয়ের বাসিন্দা বছর ২০ এর মেহরীন শাবুদ্দিন খান। তার মায়ের সঙ্গে স্বরূপনগরের মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায় ওই যুবতী। পরে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করে নিথর দেহ উদ্ধার করে সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশের অনুমান, ওই যুবতী সাঁতার জানত না, যার কারণে পুকুরে নেমে তলিয়ে যায়। তারপর নিখোঁজ হয়ে যায়, পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে স্বরূপনগর পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জেলা সভাপতির পদ থেকে সরলেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ব্লক থেকে এবার বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতির চেয়ারে তারাশংকর রায়। জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে। তাঁকে রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল।

কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে দলের অন্দরে। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। সাংসদের হাতে না পরিবর্তন হবে। অবশেষে পরিবর্তনের পথে হেটে সাংসদকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে নতুন সভাপতির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল তারাশংকর রায়ের হাতে। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করে সকলকে নিয়ে আগামী নির্বাচনগুলিতে ভালো ফল করায় মূল লক্ষ্য জানালেন নব নির্বাচিত সভাপতি। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলাতেও সভাপতি পরিবর্তন করা হল নতুন নবনিযুক্ত সভাপতি হলেন সুব্রত দত্ত। এতদিন তিনি যুব সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন।

কো-অপারেটিভ ভোটের মনোনয়নে বাধার অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি কো-অপারেটিভ পরিচালন সমিতির ভোট হবে আগামী ৩০ মে। শুক্রবার শুরু হল মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। মনোনয়ন জমার শেষ দিন শনিবার। শুক্রবার প্রথম দিন নির্দিষ্ট সব আসনে মনোনয়ন জমা দেয় তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসি জোটের প্রার্থীরা। সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর অভিযোগ বেলা ১১টা নাগাদ তাদের ৯ জন প্রার্থী প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে মনোনয়ন জমা করতে যায়, কিন্তু তারা যাতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে সেই জন্য তৃণমূল সকাল থেকে কো-অপারেটিভ অফিসের বাইরে জমায়েত করে রেখেছিল। সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদের প্রার্থীদের বলেই অভিযোগ। মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে সিটুর সমর্থকরা। অবরোধ করা হয় উখড়া মাধাইগঞ্জ রোডের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি অফিসের সামনের রাস্তায়। মিনিট দশেক অবরোধ চলার পর পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির সিটুর শাখা সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ ও যুগ্ম শাখা সম্পাদক মনোজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অবাধ নির্বাচন হলে কো-অপারেটিভ ভোটে সিটুর প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন, এই ভয়ে তৃণমূল এদিন আমাদের মনোনয়ন জমা করতে বাধা দেয়।' অবাধ নির্বাচন করার দাবি জানান তাঁরা।

সিটুর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে। শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির (কেকেএসি) শাখা সম্পাদক সৌমিক মজুমদার, রাজু মুখোপাধ্যায়রা বলেন, একজনও প্রার্থী জোগাড় করতে পারেনি সিটু। সেজন্য ওরা মনোনয়ন জমা দিতেও আসেনি।

বিভিন্ন দাবিতে উত্তরপাড়া পুরসভার ঠিকা সাফাই কর্মী-গাড়িচালকদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মজুরি বৃদ্ধি সহ ইএসআই পিএফের দাবিতে উত্তরপাড়া পুরসভার ঠিকা সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ। কাজ বন্ধ করে সকাল থেকে বিক্ষোভে সামিল হন পুরসভার সাফাই কর্মী ও গাড়িচালকরা। পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ভাগার মোড়ে রিসাইকেল ইউনিটের সামনে বসে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন ঠিকাকর্মীরা।

তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে একই মজুরিতে কাজ করতে হচ্ছে।তাদের ইএসআই এবং পিএফ নেই। কাজে আসতে দেরি হলে মজুরি কেটে নেওয়া হয়। দুর্ঘটনা হলে দায়িত্ব নেয় না ঠিকাদার। সামাজিক সুরক্ষার বালাই নেই। তাদের দাবি পূরণ না হলে কাজ বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন যে, 'এই ব্যাপারটা আমি তো জানি না, ওরা কিছুই জানায়নি। ওদের যদি কোনও সমস্যা থাকে ওরা আমার কাছে এসে বলুক বা বোর্ডের কাছে বলুক এইভাবে কাজ বন্ধ করে সমস্যার সমাধান হয় না।'

বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বেকার যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে শুরু হল বিশেষ প্রশিক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হবে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। রেড ক্রস সোসাইটি ও একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে বালুরঘাটে শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির উপযোগী করে তুলতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অণুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৬ সালে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প শুরু করে। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল ছুট ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প চালু করেছিল। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বেকার যুবক-যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে রেডক্রস সোসাইটির বালুরঘাট ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি নির্মল আগারওয়াল বলেন, এখানে ৩৩ জন বেকার যুবক-যুবতী একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

কৃষকদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জমির পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ নেই, জনসংখ্যা বাড়ছে, সমানতালে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। এই অবস্থায় পর্যাপ্ত খাদ্যের চাহিদা যোগানে উচ্চ ফলনশীল চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এল 'সিনজেন্টা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা। বৃহস্পতিবার ওই সংস্থার তরফে কোতুলপুরের বাসুদেবপুর এলাকার কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা।

'সিনজেন্টা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' নামে ওই সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে ফলন বাড়ানো যায় তা আমরা কৃষকদের হাতে কলমে দেখাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কিন্তু নতুন করে চাষের জমি বাড়ানোর সুযোগ নেই। ফলে সকলের খাবারের সংস্থানে ফলন বাড়াতে হবে। আর সেই কাজটাই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন বলে জানান।

দুই গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: ওভারটেক করতে দিয়ে দুই গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনা। রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পড়ল গাড়ি। মৃত এক, গুরুতর আহত তিন। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার বনগাঁ চাকদা রাজ্য হাইওয়েতে বনগাঁর দিক থেকে চাকদার দিকে যাওয়ার সময় কানশোনা এলাকায় ওভারটেক করতে গিয়ে দুটি চারচাকা গাড়ি রেষারেষি শুরু করে। আহতদের অভিযোগ তারা ওভারটেক করতে গেলে হঠাৎ করে অন্য গাড়ি তাদেরকে চেপে দেয় সেই কারণে তাদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে। গাড়িতে থাকা ড্রাইভার সহ চার যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জাহানারা বেগম ৫৫ বছর নামে এক মহিলাকে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে অন্য তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে নেমে অন্য গাড়িটিকে আটক করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

মগজাস্ত্রে শান; বাইশে বিস্ফোরণ দেবাশিসের!

বাগানে বাকযুদ্ধ দেবাশিসের আইনি নোটিশের পাল্টা সৃঞ্জয়ের

২২ শে বিস্ফোরণের আগে ফিল গুড মেজাজে দেবাশিস। পদে দাঁড়াবেন বলেননি, তবে বিরোধী পদপ্রার্থীকে ধুয়েই দিলেন। মোহনবাগানের কার্যকরী সভা শেষে সৃঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে তোপ দাগলেন বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত।

দেবাশিসের গুগলিতে দিশেহারা সৃঞ্জয়। নিজের পারিবারিক সংবাদপত্রে রাজনীতির রঙ লাগিয়ে নোংরা আক্রমণ বাগান সচিব দেবাশিস দত্তের নামে। পাল্টা আইনি নোটিশে চাপে পড়ে সাফাই গাইছেন প্রাক্তন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু।

মেঘনাদ ঘোষ

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা দূর অস্ত। ভোটারদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ হয়েছে সবে! আর তাতেই বাগান জুড়ে আকচাআকচি শুরু। শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, ধীরেন দের মোহনবাগানে ভোট ঘিরে চরম গরমাগরমি। যুযুধান দুই পক্ষেই যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি। অতীতের ঘনিষ্ঠরা তাল, জ্ঞান, সময়, ঐতিহ্য ভুলে একে অন্যকে ভোটযুদ্ধের ময়দানে কোণঠাসা করার খেলায় মত্ত। শুক্রবারই প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোসকে আইনি নোটিশ ধরালেন বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত। প্রাক্তন সচিব আবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বর্তমানের উদ্দেশে বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগে আক্রমণ শানাতে থামলেন না। দেবাশিস দত্তের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সৃঞ্জয়ের মন্তব্য, ক্ষ্মচশমাটা কি ভেঙে গিয়েছিল দেবাশিস বাবুর! চোখে কম দেখ ছিলেন দু'দিন!

নির্বাচন আসবে, নির্বাচন যাবে। কিন্তু বাগান জুড়ে ব্যক্তি আক্রমণের যে নোংরা খেলা এইবার শুরু হয়েছে, তা নজিরবিহীন। অঞ্জন মিত্র, টুটু বোসরাও একটা সময়ে নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কিন্তু এবার যা শুরু হয়েছে, তাতে কালি লাগছে ঐতিহ্যের সবুজ মেরুনে। বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর দল চাইলে তবেই তিনি সচিব পদে নির্বাচনে লড়বেন। শোনা যাচ্ছে, ঘনিষ্ঠ মহলে দেবাশিস জানিয়েছেন, জিতে এলে শ্যামল সেন বা টুটু বোসের মতো ব্যক্তিত্বরাই সভাপতি পদে তাঁর প্রথম পছন্দ।

বাগানের ভোট বাজারে শাসকগোষ্ঠীর বড় অস্ত্র সচিব দেবাশিসের মগজাস্ত্র। শ্যামল সেন বা টুটু বোসদের প্রতি দেবাশিসের নরম মনোভাব পালে হাওয়া কাড়ছে সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর। আর সেখ ানেই তাল, ছন্দ, ধৈর্য , মেজাজ হারাচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদের পাঁচিল ওঠা বালিগঞ্জের বোস পরিবার। টুটু বোসের ছোট ছেলে সৌমিক ইতিমধ্যেই দাদা সৃঞ্জয়ের পাশ থেকে সরে এসে অনাস্থা জানিয়েছেন। টুটু বোসকে নিজের হয়ে প্রচারে নামিয়েও ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্যর্থ সৃঞ্জয়। বরং বিভিন্ন ইস্যুতে ভোট বাজারে বারেবারে মুখ পুড়ছে সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর। আরজি কর কাণ্ডে সরকার বিরোধী এক বামপন্থী মনোভাবাপন্নকে পাশে নিয়ে চলার কারণেও অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে।

এক সময়ের ঘনিষ্ঠরা আজ হঠাৎ কেন চরম বিরোধী? ভোটের মুখে বাগান সদস্যদের মনে উঁকি মারছে এই প্রশ্নটাও। দত্ত বনাম বোস পরিবারের তিক্ততার কারণ খ ুঁজতে গিয়ে উঠে আসছে আরও সব চাঞ্চল্যকর তথ্য। সৃঞ্জয় শিবিরেও সৃঞ্জয় পুত্রকে ঘিরে চরম অসন্তোষ, অশান্তি। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোনোর আশঙ্কাও রয়ে যাচ্ছে। ২২ মে, বৃহস্পতিবার আবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত। সেদিন না আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙে! বেসুরো প্রশ্নের মুখে বেরিয়ে আসে কোনও গোপন কথা(রাজ কি বাত)! সেই আশঙ্কায় সৃঞ্জয় শিবিরে তাই এখন থেকেই খোলস ছাড়ার প্রস্তুতি!

সাদার্নের জোড়া জয়ে উচ্ছ্বসিত সৌরভ পাল

আইএফএ নার্সারি লিগে সার্দান স্পোর্টস কে ৪-১ গোলে হারিয়ে দিল সার্দান সমিতি।

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাদার্ন সমিতির ছোটরা নার্সারি 'এ' গ্রুপে সাদার্ন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে নকআউট পর্বে নিজেদের জায়গা অর্জন করে নিয়েছে। এমন সাফল্যে দলের সকল কোচ এবং সহকারী সদস্যদের ও দলের সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানালেন সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল।

ইংল্যান্ড সফরে শক্তিশালী ভারতীয় এ দল, নেতৃত্বে অভিমন্যু, প্রভাব আইপিএলেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। তার আগে ভারতীয় এ দলের সফর রয়েছে। শুক্রবার অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বে শক্তিশালী ভারতীয় এ দল বেছে নিলেন নির্বাচকরা। ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ২টি চার দিনের ম্যাচ রয়েছে। এরপর ভারতের টেস্ট ও এ দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে আরেকটি চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। ৩০ মে থেকে প্রথম ম্যাচ ক্যান্টারবারি ও ৬ জুন থেকে দ্বিতীয় ম্যাচ নর্দাম্পটনে। ১৩ জুন থেকে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচ হবে বেকেনহ্যামে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ভারতীয় এ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শুভমান গিল ও সাই সুদর্শন। এই দলে এমন কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা আইপিএল খেলছেন। ফলে তাঁদের নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে আইপিএলের দলগুলির।

ভারতীয় এ দল- অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়ার, ধ্রুব জুরেল (সহ অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, শার্দুল ঠাকুর, ঈশান কিষাণ, মানব সুথার, তনুশ কোটিয়ান, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা, অংশুল কম্বোজ, খলিল আহমেদ, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, সরফরাজ খান, তুষার দেশপাণ্ডে, হর্ষ দুবে। শুভমান ও সুদর্শন খে লবেন দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে।

আইপিএল ফাইনাল কেন সরবে?

প্রতিবাদে সরব ইডেনের সামনে ক্রিকেটপ্রেমীরা

কলকাতা থেকে আইপিএল ফাইনাল না সরানোর দাবি। বিসিসিআইকে বার্তা দিতে ইডেনের সামনে অবস্থান ক্রিকেটপ্রেমীদের। ছিলেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন সিএবি কর্তা বিশ্বরূপ দে।

শোনা যাচ্ছে, ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। যদিও বিসিসিআই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি, তবে এই সম্ভাবনা নিয়েই এখন উত্তাল হয়ে উঠেছে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমী মহল। সিএবিও চিঠি পাঠিয়েছে বিসিসিআইকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: একদিন'ই প্রথম জানায় শেষ ভাগের আইপিএলে ইডেন থেকে প্লে অফ ও ফাইনাল সরে যাওয়ার আশঙ্কার কথা। একদিন'ই প্রথম প্রকাশ করে অনায্যভাবে ও অযৌক্তিকভাবে সরানো হচ্ছে এই ফাইনাল। কারণ, বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানায়নি দিল্লির মৌসম ভবনও। তবু শোনা যায়, কলকাতায় সে'সময় বর্ষা হতে পারে এমন আশঙ্কায় ফাইনাল সরে যেতে পারে অন্যত্র। এবার দেখা গেল ইডেনের সামনে সমর্থকদের বিক্ষোভ।

ব্যানার, পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা । নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, চলতি বছরের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে। কারণ, গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএলের অলিখিত রীতি অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন দলের শহরই পায় পরের বছরের উদ্বোধনী ম্যাচ ও ফাইনাল আয়োজনের সুযোগ। সেই অনুযায়ীই চলতি বছর ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনাল ও একটি কোয়ালিফায়ার আয়োজনের দায়িত্ব পায়।

বিরাটের জন্য সাদা জার্সি বেঙ্গালুরু সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পর আজ আইপিএলের আঙিনায় প্রথমবার মাঠে নামবেন কোহলি। এই ম্যাচটাকে 'স্পেশাল' করে তুলতে চান রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সমর্থকেরা। বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচেও ভর্তিই থাকবে চিন্নাস্বামীর গ্যালারি এমনটাই অনুমান। তবে লাল-কালো নয়, সমর্থকদের গায়ে থাকবে সাদা রঙের জার্সি। মহাতারকা বিরাট কোহলির টেস্ট কেরিয়ারকে সম্মান জানাতে এহেন অভিনব ভাবনাই নিয়েছেন আরসিবি সমর্থকেরা।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে আরসিবি ভক্তরা বিরাট কোহলির সাদা জার্সি কিনতে ব্যস্ত।

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Hanspukuria Gram Panchayat** (Under **Tehatta–II Panchayat Samity), Hanspukuria, Nadia. NIET NO. 01/2025-26.** Last date of submission **24.05.2025 up to 10.30a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat.

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting Re e-Tender /3nd Call
Nit No-07/5th SFC UNTIED / DGP/2024-25 3rd call, Memo No 321/EN/(8)/DGP/2025, Dt 14.05.25.Last date of bid submission 21.05.25 upto 18.00 hrs, Technical Bid opening date 14.05.25 at 18 hrs.
For details visit website http://wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad.

Press Notice
E-Tenders are hereby invited for execution of 14 nos. NRM schemes under PMKSY WDC 2.0 at Puncha Block Vide **NIT- 02/PMKSY-WDC 2.0/08/PUNCHA-NRM/2025-26**, **in the district of Purulia.** For details, please visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting online bid on-**23/05/2025 (06:55 p.m.)**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

RAJIBPUR BIRA GRAM PANCHAYAT
Habra II Development Block
Vill.Patdanga, P.O.-Bira, Ballavpara, P.S.-Ashoknagar, Dist.: North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER
NIT No.: RB/173/2025-2026, RB/174/2025-2026, RB/175/2025-2026, Date-15.05.2025. 3 (three) nos. of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Rajibpur Bira Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Rajibpur Bira Gram Panchayat

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26 (3rd Call), Sl. 1 to 5, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-02/2025-26, Sl. 1 to 4 (3rd Call), Date-15.05.2025 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-03/2025-26, Sl. 1 to 3 (2nd Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2025-26, Sl. 1 to 2 (2nd Call), Date-16.05.2025 . Bid Submission Start Date : **16.05.2025 (NIT-01, 02), 17.05.2025 (NIT-03, 04) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **24.05.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **26.05.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Office of the
Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No-MSD/JALANGI/SAHEBGP/01/2025-26/15th CFC (Tied & Untied), vide memo no-854/1 (12)/SAHEBGP/2024-25, Dt-14/05/2025, Last date of submission of bid (online)- 23/05/2025 up to 06.00 PM. For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

Office of the
Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No-MSD/JALANGI/SAHEBGP/01/2025-26/5th SFC(Tied),vide memo no-853/1(12)/SAHEBGP/2024-25, Dt-14/05/2025, Last date of submission of bid(online)**- 22/05/2025 up to 06.00 PM** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 17/WS/Eng/25 Dt. 15-05-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER
E- Tender invited by The Prodhan, **Palsunda-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 441/PAL-I/5TH SFC/2025, Dated - 16.05.2025.** Last date of submission **25.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Harekrishnapur Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No. 01/5TH SFC/Harekrishnapur/2025-26.** Last date of submission **23.05.2025 upto 6p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting Re e-Tender /2nd Call
Nit No-20/5th SFC/ DGP/2024-25, Memo No 320/EN/(8)/DGP/2025, Dt 14.05.25.Last date of bid submission 21.05.25 upto 18.00 hrs, Technical Bid opening date 14.05.25 at 18 hrs.
For details visit website http://wbtender.gov.in
Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad.

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **04/BOKHARA-||/1st call/ 2025-26, Dated-15/05/2025,** The Last date of online submission of tender is **23/05/2025 upto 18.00 Hours,** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **03/BOKHARA-||/2nd Call/ 2025-26,Dated-15/05/2025,** The Last date of online submission of tender is **19/05/2025 upto 18.00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender (NIeT) No:- **02/BOKHARA-||/2nd Call/ 2025-26,Dated-15/05/2025,** The Last date of online submission of tender is **19/05/2025 upto 18.00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

SHORT NIT NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-NIT are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
1) NIT No: WS/NM/NIT-02e/2025-26. Tender ID: 2025_MAD_847231_1. Last Date of Dropping NIT **24.05.2025 up to 6.00 PM.** N.B.: Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No :- NM/PWDT/NIT-021e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_846881_1.Type of Work:-** Construction of Bituminus Road work. Bid Submition End Date:- 30-05-2025 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 02-06-2025 at 10:00 AM. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working Day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman
Nabadwip Municipality

Office of the
BHAKURI-II GRAM PANCHAYAT
Vill- Belpukur, P.O.- Balarmpur, P.S. & Block- Berhampore
Dist- Murshidabad, Pin-742165
Name of work: Construction of solar water tnatment Plant with solar system for safe dinking water and shading in front of GP office Block, AAP No-12/2024-25, Activity is- 89093293 (15th FC Tied of 2024-25) 1) 1) Download Tender Documents from- **16/05/2025 at 16.00 hours. 2)** Tender Documents Submission from- **27/05/2025 at 17.00 hours.** 3) Tender Documents Submission **upto- 27/05/2025 at 13.00 hours.** 4) Technical Bid Opening- **29/05/2025 at 13.00 hours. 5)** Financial Bid Opening- **02/06/2025 at 11.00 hours.**I
The NIet 08 of 2024-25, Sl. No-1 vide memo no- 543(9)/ BH-II Gp, dated-15/05/2025 published yesterday, due to technical mistake the recified NIeT No. is 01 of 2024-25, Sl. No-1 instead of NIeT No- 08 of 2024-25, Sl.No-1 and remaining specifications will be same.
Sd/- PRODHAN
Bhakuri-II Gram Panchayat
Berhampore Block, Murshidabad

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-1/25-26 & Memo No. 201/SBMG/BGP/2025-26, Date: 14.05.2025, NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-2/SBMG/25-26 & Memo No. 203/SBMG/BGP/2025-26, Date: 15.05.2025.** Bid submission start date: **14.05.2025 (NIT-1), 15.05.2025 (NIT-2) at 04.00 PM.** Last date of Bid submission : **27.05.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **30.05.2025 at 01.00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-1/25-26 & Memo No. 200/15th FC/BGP/2025-26, Date: 14.05.2025, NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-2/15th FC/25-26 & Memo No. 202/15th FC/BGP/2025-26, Date: 15.05.2025.** Bid submission start date: **14.05.2025 (NIT-1), 15.05.2025 (NIT-2) at 04.00 PM.** Last date of Bid submission : **27.05.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **30.05.2025 at 01.00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTender are being invited from the bidders w.r.t.Tender **2025_ZPHD_847034_1, 2025_ZPHD_847034_2, 2025_ZPHD_847034_3, 2025_ZPHD_847034_4, 2025_ZPHD_847034_5, 2025_ZPHD_847034_6, 2025_ZPHD_847034_7, 2025_ZPHD_847034_8, 2025_ZPHD_847034_9, 2025_ZPHD_847034_10,** 2025_ZPHD_847034_11, 2025_ZPHD_847034_12.Last date of tender dropping 24-05-2025 up to 11 A.M, and opening date of the tenders 26-05-2025 at 11.00 A.M. For
details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Rate quotation for Supply, fitting and fixing of Double Swing, Three Face Slide and See Saw (4 seater) at Children park within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT No. 03/AMRUT/PARK/RSM/25-26 Dt. 16.05.2025
Estimated Amount: **Nil**
Submission started date: **17.05.2025 at 17-30 hrs.**
Submission End date: **03.06.2025 at 17-30 hrs.**
Part 1 opening date: **05.06.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Supply, Installation and Commissioning of Kirloskar silent DG Set 58.5 KVA 3PH for Purbasha Lodge of ward No.07 under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/1q/2025-26 (2nd call) Memo No. 245/PWD, Date-16-05-2025	16.05.2025 at 03.00am	23.05.2025 at 04.45 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র **গ্রিন লাইন ১ এবং ২-তে বিইএমএল রেক অর্থাৎ এমআর ৬০৬, ৬০৭, ৬১১, ৬১২ এবং ৬১৩-র সকল ধরার হাতলগুলির ওপর বক্স ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি সহ অভ্যন্তরভাগে ভিনাইল স্টিকারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনী প্রচারের স্থানের লাইসেন্স প্রদানের ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।** আগ্রহী দরপ্রস্তাবদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**)-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-নিলামের লট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

নিলামকারী কর্তৃপক্ষ - ডেপুটি সিএমই/জোকা, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা	
নিলাম শুরু ঃ ০২.০৬.২০২৫ তারিখ ১২.০০ ঘ. (সকল লটের)	নিলাম শেষ ঃ ০২.০৬.২০২৫ তারিখ ১৩.১০ ঘ.
বিভাগ ঃ এডিভিটি-ইন্ট-এস১-৬০৬-৪০৮-২৫-১ এডিভিটি-ইন্ট-এস১-৬০৭-৪০৯-২৫-২ এডিভিটি-ইন্ট-এস১-৬১১-৪১০-২৫-১ এডিভিটি-ইন্ট-এস১-৬১২-৪১১-২৫-১ এডিভিটি-ইন্ট-এস১-৬১৩-৪১২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র)	তালিকা নং. ঃ ২৫০২৯এমআরকেআরএকেইএসজিএল

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 46 to 61/2025-2026, Dated- 16-05-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at North 24 Parganas, Coochbehar, Nadia, Jhargram, Purulia, Burdwan, Murshidabad and Howrah District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **17-05-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-05-2025 and 30-05-2025 upto 3.00 pm**
Date: 16.05.2025 **Sd/- Executive Engineer**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১৪, তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কাজটির জন্য উল্লিখিত তারিখ **বেলা ৩.০০টার** পূর্বে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং এটি খোলা হবে **বেলা ৩.৩০ মিনিটে। ক্র.নং.-১। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৯-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে থ্রু টার্নআউট রিনিউয়াল (টিটিআর)-৪৫৮ সেট ও ডিরেইলিং স্যুইচ (ডিএস)-১৫ সেট সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৩০,৫০,৯২৪.১৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,১৫,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৪০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** আবাদা-তে কম্পাইন্ড ক্রু লবি সহ নতুন ১০০ শয্যাবিশিষ্ট রানিং রুম নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,০৯,৬৯,৩৯৭.৮৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৭,৫৪,৯০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৭-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন (এইচকিউ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে পাঁশকুড়া-হলদিয়া সেকশনে ট্রান্সলাম্যাটিক রোবোটিক পদ্ধতিতে ৮৯টি জীর্ণ সিএমএস ক্রসিং-এর এবং ইলেক্ট্রোড পদ্ধতিতে ৪১টি টাং রেল-এর রিকন্ডিশনিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৫২,৮২৯.৬৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪৯,১০০ টাকা। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৮-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে পাঁশকুড়া-হলদিয়া সেকশনে ২৫/৫-৭-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (৩মি. x ২.৭মি.) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৩,৫৬,৯৯৮.০৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৬,৮০০ টাকা। **ক্র.নং.-৫। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-২৩-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/বালেশ্বর-এর অধীনে বালেশ্বরে স্টাফ কোয়ার্টারের সংস্কার ও মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৬৭,৪২৩.৫২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭১,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.-৬। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-২৪-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/বালেশ্বর-এর অধিক্ষেত্রে রূপ্সা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, উচ্চতাবৃদ্ধি ও উপরিতলের পুনর্নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,০৯,৪৩,৩০৬.৩৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৫৪,৭০০ টাকা। **ক্র.নং.-৭। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-২৫-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন(সাউথ)/খড়গপুর-এর অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের খড়গপুর-রূপ্সা সেকশনে বর্তমান পাইপ সম্বলিত ব্রিজ সমূহের (১০টি) বদল (৭ম ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৮২,৯২,৮৮৩.৮২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৯১,৫০০ টাকা। **ক্র.নং.-৮। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৯-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/সেটলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-এর ট্রাফিক এলাকায় ১৭ ইউনিট নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৬৬,৭৩,১৫৮.৯২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৮৩,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.-৯। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/সেটলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুরে একটি নতুন ক্রু লবি (জি+১) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৬,৭৯,৭৬৪.৬৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৩,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.-১০। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২১-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে (১) পাঁশকুড়া-লদিয়া ও তমলুক-দীঘা সেকশনে বুলা পাইলিং ও সাব-ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে স্লোপ/টো-এর বিপত্তিপ্রবণ এমব্যাঙ্কমেন্ট শক্তিশালীকরণ ও (২) পাঁশকুড়া-হলদিয়া সেকশনে ৪৫৫০৭ মিটার সেস প্রস্তুতকরণ, শক্তিশালীকরণ ও মানোন্নয়ন/সুস্থিতকরণ (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৩১,৪৭,৬৬৯.৩৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৮,৬৫,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৫ (ক্র.নং. ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য) এবং ১২.০৬.২০২৫ (ক্র.নং. ৮ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ৪ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) , ১৮ (আঠারো) মাস (ক্র.নং. ২-এর জন্য) ও ০৬ (ছয়) মাস (ক্র.নং. ৩-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২২.০৫.২০২৫ থেকে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য) এবং ২৯.০৫.২০২৫ থেকে ১২.০৬.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৮ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন- এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-163)**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ১৭ মে ২০২৫ • পেজ ৮

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা হেমপ্রভা মজুমদার

ড. বিমলকুমার শীট

পরাধীনতার জ্বালা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করেছিল তা নয় অন্তপুরবাসিনীগণও তা সমানভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । পুরুষরা সবার আগে রাজনীতির ময়দানে এলেও মহিলারা এসেছে অনেক দেরিতে । এ ক্ষেত্রে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন- ‘কিন্তু সেকালে আমাদের নারীদের জীবন কী ছিল ? শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা যেত । আর শিক্ষিত হলেই বুদ্ধির মুক্তি হয় না । বুদ্ধির মুক্তি হলেই সেবার প্রেরণা, আত্মত্যাগের সংকল্প জাগে না । যুগ যুগ ধরে অবরোধের অন্তরালে আমাদের দেশে নারীদের জীবন আর ধর্ম ছিল একান্তভাবে বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান । এর বাইরে আর কিছু মনে আনাও তাঁদের শিক্ষায়- দীক্ষায়, বুদ্ধিতে ছিল পাপ । ---এই পারিপার্শ্বিকের ভিতর গড়ে উঠেও যে বাঙালী নারীরা এত অল্প সময়ে এত সংখ্যায় নানা ভাবে দেশসেবায়, স্বাধীনতার সাধনার কাজে লেগেছেন---দ। এমনি পরিস্থিতি থেকে উঠে এসেছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার । এই তেজস্বিনী নারী আপন যোগ্যতায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন ।

১৮৮৮ সালে অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন হেমপ্রভা মজুমদার । পরে ত্রিপুরা জেলার কাশিনগর গ্রামের বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । বসন্তকুমার মজুমদার ১৮৯৩ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন । তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী । স্বামীর নিকট থেকে হেমপ্রভা মজুমদার দেশ সেবার প্রেরণা পান ।

১৯২১ এর জানুয়ারীতে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলানের দুটি অভিমুখ ছিল গঠনমূলক ও বর্জনমূলক । অত্যন্ত সচেতন ভাবেই গান্ধীজী নারীকে যুক্ত করেন এই আন্দোলনে । আন্দোলনের কর্মসূচিকে তিনি এমন ভাবে সাজিয়েছিলেন যাতে মহিলারা ঘরে বসেই এই সংগ্রামে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয় । বাংলায় বেশ কয়েকজন মহিলা এই আন্দোলনে সামিল হন । বিশেষ করে বাঙলাদেশে মেয়েদের নেতৃত্বের ভার পড়ে চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ির বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী ও সুনীতা দেবী প্রমুখ মেয়েদের ওপর । এরা কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার অপরাধে ৭ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন। তারা শোভাযাত্রা করা, সুতোকাটা এবং স্বদেশী জিনিসের প্রচার করা, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানাতেন । সেই সময়কার কিছু পরে পূর্ব বাঙলার বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী হেমপ্রভা মজুমদার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন । একটি স্বদেশী মেলায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিহিতা এই পল্লীবধূ ওজস্বিনী কণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন ‘আমার স্বামীকে, আমার ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছি আর তাদের পথ অনুসরণ করাই আমারও জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করছি । আমি আশাকরি আমার বোনেরা তাদের স্বামী আর পুত্রদের পথ অনুসরণ করে তাঁদের মতই দুঃখ সহ্য করতে এগিয়ে আসবেন’। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ৬ডিসেম্বর দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জনকে পুলিশ মারাত্মকভাবে প্রহার করলে মৃত্যুর খবর রটে যায় । হেমপ্রভা সেই রাত্রে চলে গেলেন আলিপুর জেল গেটে এবং পুলিশের কাছে ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলেন । কিন্তু পুলিশ তার কথা গ্রাহ্যই করল না । হেমপ্রভা

মহিলাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত মহিলাগণ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হবার অধিকার পান । এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা সহ পাঁচ জন মহিলা বাঙলার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন । বাকিরা হলেন বেগম ফারহাত বানু, মীরা দত্তগুপ্ত, হাসিনা মুরশেদ ও মিস বেল হার্ট (অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান)। এরা বিধানসভার বিতর্ক ও আলোচনা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন । কংগ্রেস সদস্য হেমপ্রভা মজুমদার তার ঋজু ভাষণের জন্য সুবিদিত ছিলেন । ১৯৩৮ সালের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘গত আট মাস যাবৎ এই কক্ষে খোদা ও ভগবানের মধ্যে যে টানাটানি চলছিল, গড দূরে বসে তা বেশ উপভোগ করছিলেন’।

গর্জে উঠে বললেন চিররঞ্জনের খবর জানবার জন্য জনতা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করেছে । যদি তিনি কোন খবর না নিয়ে ফিরে যান তবে জনতা মনে করবে যে চিররঞ্জনের মৃত্যুর খবর সত্য। তখন তারা দেশে যে আগুন জ্বালাবে তাকে নিভিয়ে দেবার শক্তি জেল কর্তৃপক্ষের নেই । এই হুংকারে জেল কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে গেল এবং দেশবন্ধুর ছেলের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিল । সেদিন এই তেজস্বিনী নারীর তেজ দেখতে পেয়েছিলেন পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ।

১৯২১ সালেই উর্মিলা দেবী ‘নারী কর্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । ঐ সময়কার আন্দোলনে নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর বে-আইনী সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনা করবার ভার এসে পড়ল ‘নারী কর্মমন্দির’ ও তার নেত্রী উর্মিলা দেবীর উপর । কিন্তু কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন পুলিশের অত্যাচার অগ্রাহ্য করে সভা সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনার ভার এসে পড়ে হেমপ্রভা মজুমদারের উপর । সেই সময় কলেজ স্কোয়ারে একটি বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত করবার সময় পুলিশ একটি ছেলেকে বেটন দিয়ে প্রহার করছে, এই ঘটনা দেখে হেমপ্রভা সেই ছেলেটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে যান তখন সার্জেন্টের বেটনের প্রহারে তিনি আহত হন ও তাঁর একটি আঙ্গুল ভেঙ্গে যায় ।

অসহযোগ আন্দোলন পর্বে ১৯২১ সালে চা-বাগান শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য এ বি রেলওয়ের কর্মচারীদের পাশাপাশি চাঁদপুর ও গোয়ালন্দে ষ্টীমার ধর্মঘট হয় । এই ধর্মঘটের কালে হেমপ্রভা মজুমদার তাঁর স্বামীর সঙ্গে ধর্মঘটকারীদের এবং আসাম প্রত্যাগত চা বাগানের কুলীদের অকৃত্রিম সেবা করেন । সেজন্য তিনি ছয়মাস কাল গোয়ালন্দে এসে অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন । নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার ধর্মঘটেও সহায়তা করেন ।

‘নারী কর্মমন্দির’ উঠে যাবার পর ১৯২২ সালে হেমপ্রভা কলকাতায় ‘মহিলা কর্মী সংসদ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন । প্রবাসী পত্রিকা এ সম্পর্কে লেখে যে সকল ভারতীয় মহিলা দারিদ্র্য ও আত্মীয় বন্ধুর পীড়নে দুঃখ পান এবং নির্ম্মম ও নৃশংস স্বামী প্রভৃতির লাঞ্ছিত হন, তাহাদের হয় দুঃখ ভোগেই, নয় স্বামীর জীবিকা অর্জন দ্বারা দিন কাটাইতে হয় । ‘মহিলা কর্মী সংসদ’ এই সকল মহিলাকে কাজের সুবিধার জন্য মণ্ডলী বদ্ধ করিতে চান । সংসদ কলিকাতার মূল কারখানায় মেয়েদের কাজ শিখাইয়া তাঁহাদেরই মফঃস্বলে শাখা কারখানায় পাঠাইতে চান । দুঃখিনী নারীরা বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা কি করিয়া সদুপায়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান বিষয় । মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া বহু বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া কর্মসম্পাদনা করিয়াছেন । ১৯২৬ সালে ১০মার্চ কাজী নজরুল ইসলাম মাদারীপুরে নিখিল বাঙ্গীয় ও অসম প্রদেশীয় মৎসজীবীদের সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ধীবরদের জন্য উদ্বোধনী গান রচনা ও পরিবেশন করেন । এখানে তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা থেকে আগত হেমপ্রভা মজুমদার তাঁর স্বামী বসন্ত মজুমদারের পরিচয় হয় । নজরুল তৎক্ষনাৎ হেমপ্রভাকে নিয়ে একটি গান ‘কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া’ রচনা করেন এবং গেয়ে শোনান ।

১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন । অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙলাদেশের নারীসমাজও এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন । শুধু কলকাতা শহর নয় এবং শিক্ষিত মেয়েরাই নয়, ত্রিশের আন্দোলনের প্রসারতা ছিল আরও দূরপ্রসারী, আরও ব্যাপক তাঁর পরিধি । একুশ সনের চেয়ে শত গুনে বেশি মেয়েরা এবারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । হেমপ্রভা দেবীও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন । সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে শান্তিপ্রভা ধর ও অরুণা কর কারাবরণ করেন ।

এরপর আন্দোলন থিতিয়ে আসে । ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয় । এই আইনে নারীরা ভোটাধিকার পায় । মহিলাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত মহিলাগণ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হবার অধিকার পান । এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা সহ পাঁচ জন মহিলা বাঙলার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন । বাকিরা হলেন বেগম ফারহাত বানু, মীরা দত্তগুপ্ত, হাসিনা মুরশেদ ও মিস বেল হার্ট (অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান)। এরা বিধানসভার বিতর্ক ও আলোচনা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন । কংগ্রেস সদস্য হেমপ্রভা মজুমদার তার ঋজু ভাষণের জন্য সুবিদিত ছিলেন । ১৯৩৮ সালের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘গত আট মাস যাবৎ এই কক্ষে খোদা ও ভগবানের মধ্যে যে টানাটানি চলছিল, গড দূরে বসে তা বেশ উপভোগ করছিলেন’। হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষে ইউরোপীয়দের অবস্থানই তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল । সরকারি দল হেমপ্রভা ও সংসদীয় সচিব হাসিনা মুরশেদকে সমিহ করে চলত । কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর ১৯৩৯ সাল ৩মে, সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন । তিনি হলেন এর সভাপতি । পরে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন । যাঁরা দীর্ঘকাল সুভাষপন্থী ও তাঁর নিকট বন্ধু বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদেরও অনেকে ‘দলত্যাগ’ করে গান্ধীপন্থী হয়ে যান । বাম সংহতিতে ভাঙন ধরে । হেমপ্রভা দেবী কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হন, ফরওয়ার্ড ব্লক দলে যোগদান করেন । ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর হেমপ্রভা দেবীর উপর এই দলের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত হয় । ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অণ্ডারম্যান হয়েছিলেন ।

অবশেষে এল দেশ বিভাগ । দেশবিভাগের পর হেমপ্রভা দেবী পূর্ব-পাকিস্তানেই থেকে যান । তাঁর এক পুত্র তারিণী ঢাকা তাল বাজার কেস-এ পুলিশের গুলিতে মারা যান । হেমপ্রভার লড়াই শুরু হয়েছিল রাজপথ থেকে বিধানসভার পথ পর্যন্ত । কিন্তু এক সময় তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নও উত্থাপন করা হয়েছিল । দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে এক সময় গ্রেপ্তার করা হলে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটিতে সভ্যের পদখালি হয় এবং তাতে হেমপ্রভা দেবী নিযুক্ত হন , এ প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকায় লেখা হয়- ‘তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই । আমাদের কেবল ইহাই মনে হয়, যে কংগ্রেস কার্য্য-নির্বাহক কমিটির কাজ করিতে হইলে প্রত্যেক সভ্যের ইংরেজীতে কিংবা অন্ততঃ হিন্দুস্থানীতে করণীয় সব কাজের ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ক্ষমতা থাকা চাই সভ্যের পদ কেবল সম্মানের পদ নহে’। এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় আন্দোলনে নারীদের পথ মসৃন ছিল না ।

অসাবধানতার জেরে মহিলাদের মধ্যে প্রাণঘাতী এক্টোপিক প্রেগনেন্সির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি ১১ই মে তারিখে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস। অথচ প্রতিদিন কত যে মাতৃত্বকে হেলায় নষ্ট করা হয় সেই খবর সামনে আসে না। তাকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে যা সাধারণ মানুষের জানা প্রয়োজন। যেকোনও সুস্থ ও স্বাভাবিক বৈবাহিক বা দাম্পত্য জীবনে নিজেদের চেনাশোনার অনন্য একটি পর্যায় যৌনসুখ যে সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সুস্থ বোঝাপড়া আরও সুদৃঢ় ভাবে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এটা তথ্য সম্বলিত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত যে যৌনসুখ বহুলাংশে মানসিক প্রশস্তিটুকুই দিয়ে থাকে আর এই মূল ধারণাটিই বর্তমানে অনেকের মধ্যে থেকেই বিলুপ্ত হতে বসেছে। এরফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ (এসটিডি), জনবিস্ফোরণ, অবাঞ্ছিত গর্ভপাত, এক্টোপিক প্রেগনেন্সির মত প্রাণঘাতী পর্যায়।

এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিছু বছর আগেই এক্সেলেন্স ইন লিডারশিপ ইন ফ্যামিলি প্ল্যানিং পরিবার (EXCELL) অ্যাওয়ার্ড জিতেছে ভারত। কেন্দ্রীয় সরকারি তথ্য বলছে যৌনসুখ দেশে কনট্রাসেপ্টিভ প্রিভ্যালেন্স রেট (CPR) বর্তমানে ৬৭ শতাংশ। এই যে বিপুল ঝঞ্ঝট্ট এবং সাফল্য তার নেপথ্যে রয়েছে মূলত মেয়েরাই। দেশে মেয়েদের কনট্রাসেপ্টিভ ব্যবহারের হার পুরুষদের থেকে অনেক বেশি। মনোবিদদের মতে এখনও চলমান সমাজতাত্ত্বিক পরিসরে অনেকের ধারণা যে পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব সব মেয়েদেরই নিতে হবে, তবে বাস্তবিক চিত্রটা উল্টো। অনেক পুরুষেরাই যৌনসুখ পেয়েই খালাস হচ্ছে, ফলে বাধ্য হয়েই মেয়েদের কনট্রাসেপ্টিভ পিল ব্যবহার করতে হয়।

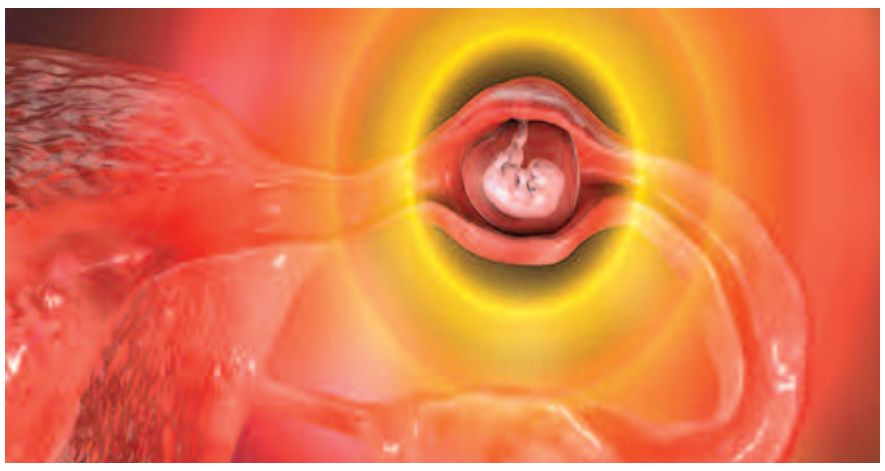

কন্ট্রাসেপটিভ পিল মূলত তিন ধরনের। প্রথমত, কম্বাইনড পিল, যাতে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন; দু’ধরনের হরমোনই থাকে। এই পিলই সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। পিরিয়ডসের সাইকেল অনুযায়ী

খেতে হয় এটি। পিরিয়ডসের প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিনের মধ্যে খাওয়া শুরু করে ২১ দিন পর্যন্ত একটানা রোজ একটা করে খেয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন। যৌন মিলনের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খেতে হয় এই পিল। এতে হাই ডোজ প্রোজেস্টেরন দেওয়া থাকে। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র প্রোজেস্টেরন পিল, যেটি নিয়মিত একটি করে খেতে হয়। সাধারণত, যাঁরা বাচ্চাকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, তাদের এই পিল দেওয়া হয়। ডায়াবিটিস, হার্ট ডিজজি, মাইগ্রেনের মতো সমস্যা যাদের আছে, তাদের ইস্ট্রোজেন দেওয়া ট্যাবলেট দেওয়া যায় না। এই পিল তাদের জন্যও।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, হাই ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবিটিস, মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে পিল খাওয়া যায় না। হাই ব্লাডপ্রেসার থাকলে নিয়মিত প্রেসার চেক করতে বলা হয়। প্রেসার বেড়ে গেলেই পিল বন্ধের পরামর্শ দেওয়া হয়। যারা ধূমপান করে, তাদের ক্ষেত্রেও কম্বাইনড পিল বেশিদিন খাওয়া যায় না। কারণ, অনেক সময় তাদের ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস বা পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এছাড়াও অসুরক্ষিতভাবে মিলিত হওয়ার পর এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেয়ে নিলেই সন্তান হবে না বা প্রেগন্যান্সি এলেও তা নষ্ট হয়ে যাবে- এই ধারণা ভুল এক্ষেত্রে মিলনের পর ডিম্বাণু নিষিক্ত হবে, ভ্রূণ তৈরিও হবে ভ্রূণ যে জায়গায় থাকে, তার নাম এন্ডোমেট্রিয়াম এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল এই এন্ডোমেট্রিয়াম তৈরি হতে দেয় না ফলে ভ্রূণ থাকার জায়গা পায় না (আউট অফ ফেজ এন্ড্রোমেট্রিয়াম) এই পিল ব্যবহারে আরও একটি সমস্যা হল তা ফ্যালোপিয়ান টিউবের সঞ্চালন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু টিউবে আটকে সেখানেই বাড়তে শুরু করে এরপর টিউবের মধ্যেই সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়ে পেটের ভিতরে রক্তপাত শুরু হয়ে যায় অতিরিক্ত পেটের যন্ত্রণা হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে অপারেশন করার প্রয়োজন হয় এই অপারেশনের নাম এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি অপারেশন এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সন্তান আসার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়, নানা দুর্ঘটনাও ঘটে অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল ভালোর চেয়ে খারাপই করে বেশি ইদানিংকালে এক্টোপিক প্রেগনেন্সির কেস আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে একে ঠেকাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই যথেষ্ট তৎপর হতে হবে। জনসচেতনতা স্বার্থে করা সম্প্রতি সমীক্ষায় আশ্চর্যজনক তথ্য উঠে এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে ভ্রান্ত ধারণার ঘেরাটোপে রয়েছে দেশের পুরুষদের একটি বড় অংশ। মাত্র ৫-৭ শতাংশ পুরুষ সঙ্গমের সময়ে কন্ডোম বা নিরোধ ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া অনেকেই মনে করে যে, নিরোধ ব্যবহার করলে যৌনসুখ কমে যাবে। এই ধারণা আজকের নয়, যে সময় থেকে দেশে নিরোধ এসেছে, সেই সময় থেকে এই ধারণা রয়েছে এদেশের পুরুষদের। এছাড়াও ভারতীয় পুরুষদের অনুযোগের কথা মাথায় রেখে নিরোধের থিকনেস পর্যন্ত কমাতে কমাতে একেবারে ন্যূনতম জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক মহিলাও এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিরোধে আপত্তি করে। তাদের মন্তব্য, স্কিন-টু-স্কিন টাচ না হলে তৃপ্তি চরম পর্যায়ে যায় না। অতএব একটি বিষয় স্পষ্ট, এ সুখের সংজ্ঞা নিয়ে এক আজব ধাঁধাঁয় রয়েছে দেশের অনেকেই। একদিকে যেমন তারা যৌনতায় স্কিন-টু-স্কিন টাচ না হলে পূর্ণতা অনুভব করছে না, আবার একইসঙ্গে এটা বুঝতে পারছে না, পুরো বিষয়টিই মানসিক। এর সঙ্গে যৌনাঙ্গের যোগ নূন্যতম। বদলে ডেকে আনছে জনবিস্ফোরণ, বিভিন্ন প্রাণঘাতীর কারণ। এই বিষয়টিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রশাসনের তরফে স্মার্ট ফোন আর ইন্টারনেটের সুবিধাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন যেখানে দেশের ৪৯ শতাংশ পুরুষ ও ৩১ শতাংশ মহিলা ইন্টারনেট সুবিধাপ্রাপ্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে। একইসাথে প্রচারিত হোক যে নিরোধের সবথেকে সুবিধার দিক হল এটি এক্সটার্নাল ব্যবহারযোগ্য বস্তু। মেয়েদের ক্ষেত্রে তো সবই ইন্টারনাল। সেগুলির তো বহুক্ষেত্রেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এতে জনবিস্ফোরণের সাথে প্রাণঘাতী রোগগুলিকেও এড়ানো সম্ভব হবে।